CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-272 ■ 12 July, 2025 ■ আগরতলা ১২ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৬ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রেল পরিসেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক না হলেও কিছুটা স্বস্তি

আজ আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে হামসফর এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি অঞ্চলে রেল পরিসেবা। কিন্তু এরই মধ্যে হাল্কা স্বস্তির খবর দিয়েছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। আগামীকাল ১২ জুলাই আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ে যাত্রা শুরু করবে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, আগরতলা ও বেঙ্গালুরুর মধ্যে চলাচলকারী হামসফর এক্সপ্রেস পুনরায় চালু করা হয়েছে। ট্রেন নম্বর ১২৫০৪ (আগরতলা — এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) হামসফর এক্সপ্রেস ১২ জুলাই চলার কথা ছিল এবং পূর্বে গুয়াহাটি থেকে সংক্ষিপ্তভাবে চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা এখন আগরতলা থেকেই তার মূল সময়সূচি অনুযায়ী ছাড়বে। অন্যদিকে, ট্রেন নম্বর ১৫৬১১ (রঙিয়া — শিলচর) এক্সপ্রেস ১১ জুলাই রঙিয়া থেকে ছাড়ার কথা ছিল, তা বাতিল রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, লামডিং — বদরপুর পাহাড়ি অংশে মুপা ও দিহাখো স্টেশনের মধ্যবর্তী কেএম-৫১/১-২ স্থানে পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে মাটি, পাথর ও ধ্বংসাবশেষ রেললাইনের উপর পড়ে যাওয়ার ফলে এই রুটে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। বর্তমানে পুনঃস্থাপনের কাজ চলমান থাকায় ওই অংশে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে সংশ্লিষ্ট রুটে পুনঃস্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আজ এবং আগামীকালের জন্য কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন এবং বাতিল করা হয়েছে।

তিনি জানান, পুনঃনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী ট্রেন নম্বর ১৫৬১২ (শিলচর - রঙিয়া) এক্সপ্রেস ১১ জুলাইয়ের পরিবর্তে ১২ জুলাই সকাল ৬:০০ টায় ছাড়বে। ট্রেন নম্বর ১৫৬১৫ (গুয়াহাটি - শিলচর) এক্সপ্রেস ১১ জুলাইয়ের পরিবর্তে ১২ জুলাই সকাল ৬:০০ টায় ছাড়বে। ট্রেন নম্বর ০৭০২৯ (আগরতলা - চারলাপল্লি) এক্সপ্রেস ১১ জুলাইয়ের পরিবর্তে ১২ জুলাই সকাল ৫:০০ টায় ছাড়বে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আজ একটি ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নম্বর ১৫৮৮৮/১৫৮৮৭ (গুয়াহাটি - বদরপুর - গুয়াহাটি) ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস ১২ জুলাইয়ের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে।

এর আগে ২৩ জুন জাটিঙ্গা লামপুর ও নিউ হাফলং স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি বড় ধসের কারণে এক সপ্তাহের জন্য রেল চলাচল বন্ধ ছিল। ৩০ জুন তা আংশিকভাবে পুনরায় চালু হলেও, ৩ জুলাই আবার মুপা এলাকায় নতুন ধস পড়ে। ৪ জুলাই শুক্রবার সাময়িকভাবে রেল চলাচল শুরু হলেও টানা বৃষ্টিপাতে আবারও ভূমিধস ঘটে এবং পুনরায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

অসমের ডিমা হাসাও জেলার লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে ফের নতুন ভূমিধসের কারণে রবিবার ৬ জুলাই রাত থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ধসটি ঘটেছে ৫০/২ কিলোমিটার পয়েন্টে দিহাখো ও মুপা স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিধসপ্রবণ বলে চিহ্নিত এবং ২৩ জুন থেকে একাধিকবার ধসের কারণে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। ১০ জুলাই আংশিক স্বাভাবিক হওয়ায় যাত্রী সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশেষ ট্রেনচালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামাল দিতে একমুখী বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আওতায় ১০ জুলাই চলেছে দুইটি বিশেষ ট্রেন। ট্রেন নম্বর ০৫৬১৬ (শিলচর—গুয়াহাটি) এবং ট্রেন নম্বর ০৫৬১৯ (গুয়াহাটি—আগরতলা) চলেছে।

তিন দফতরের দায়িত্বে মন্ত্রী কিশোর বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। নতুন মন্ত্রী কিশোর বর্মণ-কে তিনটি দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আজ থেকে পঞ্চায়েত, উচ্চ শিক্ষা এবং সাধারণ প্রশাসন(রাজনৈতিক) দফতরের দায়িত্ব সামলাবেন। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা আজ তাঁকে ওই দফতরগুলির দায়িত্ব দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা এই মর্মে আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন।

গত ৩ জুলাই মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন কিশোর বর্মণ। আজ মুখ্যমন্ত্রী নতুন মন্ত্রীকে দফতর বন্টন

☛৫ এর পাতায় দেখুন

মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ফের জলে ডুবে মৃত্যু হলে এক কিশোর। মৃত কিশোরের নাম সঞ্জিত বিশ্বাস (১৪)। পিতা --- নারায়ণ বিশ্বাস, তাদের বাড়ি এয়ারপোর্ট থানাধীন ছিনাইহানি দাস পাড়ায়।

জানা যায় বন্ধুদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বৈশ্য পাড়ার বাসিন্দা চিত্ত বৈশ্য-র বাড়ির পুকুরে মাছ ধরতে গেছিল ওই কিশোর। সেখানে আচমকাই জলের তলায় তলিয়ে যায় ওই যুবক।

সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরা তার বাড়িতে গিয়ে খবর দেয়। খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ছুটে এসে

☛৫ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘর থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। নিজ ঘর থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খুন না দুর্ঘটনা তা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা কালীবাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংলগ্ন একটি বাড়িতে।

বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালীবাজার সংলগ্ন অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র এলাকায় নিজ ঘর থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দেখা দেয় ব্যাপক চাঞ্চল্য। খুন না দুর্ঘটনা তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গতকাল রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। এদিকে ঘটনা জানাজানি পাওয়ার পর গা ঢাকা দেন মহিলার স্বামী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায় বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের তৃতীয় স্ত্রী ছিল

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা ও স্ক্রিনিং দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুঙ্গিয়াকামী, ১১ জুলাই।। মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে। এরমধ্যে এলাকাবাসীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অন্যতম।

এর অঙ্গ হিসেবে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মীরা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য শিবির, বাড়ি বাড়ি ম্যালেরিয়া সমীক্ষা সহ ম্যালেরিয়া স্ক্রিনিং কার্যক্রম করছেন। এর অধীন স্বাস্থ্যকর্মীরা ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতনতামূলক অভিযান সংগঠিত করছেন।

তাতে গত ১০ জুলাই, ২০২৫ নোনাছড়া, ৩৭ মাইল, ৪৩ মাইল, পূর্ব লক্ষ্মীপুর, হাজারা পাড়া এবং হলুদিয়া ইত্যাদি এলাকার মোট ৬ (ছয়) টি স্থানে ম্যালেরিয়া স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা আর.ডি.টি. কিটের মাধ্যমে মোট ৭৫ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন।

ম্যালেরিয়ার সনাক্তকরণে এই বিশেষ অভিযানে স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ম্যালেরিয়া কিভাবে হয়, ম্যালেরিয়ার লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়গুলি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের স্বাস্থ্যের সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন এবং সন্দেহভাজন রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করছেন।

স্বাস্থ্যকর্মীদের এই ধরনের উদ্যোগ এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছানোর ফলে স্থানীয় এলাকাবাসীদের মধ্যে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ম্যালেরিয়া মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে ম্যালেরিয়া প্রবণ অঞ্চলগুলির এলাকাবাসীদেরকে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

রাজ্যকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরন্তরভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন। আর এই কর্মযজ্ঞে রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অধীন কর্মরত মাল্টি পারপাস সুপারভাইজর (এম.পি.এস.), মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার (এম.পি.ডব্লিউ.), কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সি.এইচ.ও.) এবং আশাকর্মীরা মাঠ পর্যায়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্মার্ট মিটার বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটির উদ্যোগে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় আজ। সেখান থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক এর সঙ্গে দেখা করেন এক প্রতিনিধি দল। তাদের দাবি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এদিকে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উপর বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি গ্যাসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অধিক দ্রব্যমূল্য চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একেই রাজ্যে কাজ ও খাদ্যের অভাব। মানুষের রুজি রুটিতে ভাটা পড়েছে। তার মধ্যে এই অত্যধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ নাজেহাল হচ্ছেন।

বিকশিত ভারত গঠনে নবীন প্রজন্মের ভূমিকায় গুরুত্বারোপ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। ত্রিপুরা প্রতিভা, সহনশীলতা এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ একটি রাজ্য। বিকশিত ভারত গঠনে ত্রিপুরার নবীণ প্রজন্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আজ সন্ধ্যায় লেম্বুছড়াস্থিত হলিক্রস কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব তেজস ১২.০ এর উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাম্মু একথা বলেন। রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে উৎসাহিত করেন।

তিনি বলেন, এধরণের কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করলে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। তিনি হলিক্রস কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অভিনন্দন জানান। কলেজে আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে রাজ্যপাল পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হলিক্রস কলেজের প্রিন্সিপাল ড. ফাদার বেনি

☛৫ এর পাতায় দেখুন

ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধর্মনগরের ব্যবসায়ী প্রায় ১০ থেকে ১২ দিন ধরে আগরতলায় ছিলেন আত্মীয়ের বাড়িতে। আজ সকালে তারা বাড়ি ফিরে গেছেন। বাড়িতে গিয়ে প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও ঘরের দরজা খুলেই দেখতে পান ঘরের সব জিনিস লন্ডভন্ড করে ফেলে রাখা। আলমারি ভাঙ্গা, আলমারির ভেতরের স্বর্ণালংকার, ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা নগদ অর্থ, জরুরী নথিপত্র, এছাড়া মূল্যবান বাসনপত্র সহ বিভিন্ন জিনিস হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোর।

বাড়ির মালিকের আশঙ্কা, তাদের বাড়িতেই একটি ছেলে কিছুদিন আগে ভাড়া এসেছিল। তারা কোন ধরনের পরিচয় পত্র সে বাড়ির মালিক কে দেয়নি। কিছুদিন পরে এনে দেবে বলে জানিয়েছিল। তারা বাড়ি থেকে যাওয়ার পর খালি বাড়ির সুযোগ নিয়ে কোন এক সময় ওই যুবকই এই চুরিকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন তিনি। এদিকে তারা বাড়িতে আসার আগেই কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বাড়ি থেকেও পালিয়ে যায়। তাই বাড়ির

☛৫ এর পাতায় দেখুন

৬ লাখ স্মার্ট মিটার স্থাপনের লক্ষ্য

উপকৃত হবেন গ্রাহক ঃ বিদ্যুৎ নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। নতুন করে স্মার্ট মিটার লাগানোর বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে রাজ্যজুড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে আসছিল। বিদ্যুৎ বিলে ফিউল চার্জ এবং স্যানড্রি চার্জ যোগ করার বিষয়ও প্রশ্ন উঠেছিল গ্রাহকদের তরফ থেকে। এবার সকল বিষয়ে স্পষ্টিকরণ দিলেন বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু। এদিন স্মার্ট মিটার কেন লাগানো হবে এবং এটি লাগালে কি কি উপকারিতা রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকগণ।

যে বিষয়ে ফিউল চার্জ এবং স্যানড্রি চার্জ যোগ হচ্ছে, সেই সম্পর্ককে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক জানিয়েছেন, মূলত জ্বালানের খরচ এবং ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই এই অতিরিক্ত মূল্য ৩ মাস অন্তর অন্তর গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। কেননা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু বলেন স্মার্ট মিটার ব্যবহার করলে গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ নিগম উভয়েই উপকৃত হবেন। গ্রাহকরা খুব তাড়াতাড়ি যে কোন বিদ্যুৎজনিত সমস্যায় সাহায্য পাবেন। কেননা স্মার্ট মিটার লাগানো হলে বিদ্যুৎ লাইনে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেই খবর সরাসরি পৌঁছে যাবে নিগমের কাছে। গ্রাহকদের যোগাযোগ করার আগেই নিগমের কর্মীরা পৌঁছে যাবেন সমস্যা সমাধানে। ফলে উপকৃত হবেন গ্রাহক।

তিনি আরো বলেন, টিএসইসিএল বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য ২০২৬ সালের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ স্মার্টমিটার স্থাপনের লক্ষ্য নিয়েছে। এর ফলে নির্ভুল বিদ্যুৎ বিল এবং রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। মোট আনুমানিক ৬ লাখ স্মার্ট মিটারের মধ্যে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৮৮,৭৪৮টি স্মার্ট মিটার ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্গঠিত বিতরণ ক্ষেত্র প্রকল্প (আরডিডিএস) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে টিএসইসিএল স্মার্ট মিটার স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ৬০৩ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে এই স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য।

তিনি বলেন, স্মার্ট মিটার এমন প্রযুক্তি-সক্ষম যন্ত্র, যা স্বয়ংক্রিয় ও দূরবর্তীভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য পাঠাতে সক্ষম। এটি গ্রাহক এবং টিএসইসিএল উভয়ের কাছেই রিয়েল-

☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়ে অব্যবস্থা ঃ প্রতিবাদে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১১ জুলাই ।। বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও চরম অবহেলার প্রতিবাদে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনা সোনামুড়ার একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, বিগত এক বছর ধরে স্কুলটি নানান সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষকের তীব্র অভাব, জলের সরবরাহ নেই, বিদ্যুৎ নেই, এমনকি শ্রেণিকক্ষে কোনো পাখাও নেই। এই অবস্থায় ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের কীভাবে পড়াশোনা চলবে,তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকেরা।

অভিভাবকরা জানান, বিষয়টি বারবার শহরের নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।তাই বাধ্য হয়েই তারা আজকের এই তালাবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিয়া ও শাসক দলের অন্য নেতারা। তাঁরা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। অভিভাবকেরা স্পষ্ট জানানএটাই ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরদার হবে। আলোচনা ও প্রতিশ্রুতির পর তালা খুলে দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের।

সাব্রুম-বৈষ্ণবপুর রাস্তার বেহালদশা বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা, জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ জুলাই।। সাব্রুম থেকে বৈষ্ণবপুর রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবত সাবরুম শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশ দিয়ে ডিডব্লিউএস দপ্তরের তরফ থেকে জলের পাইপ বসানোর কাজ চলছে। অভিযোগ পাইপ বসানোর কাজের বরাত পাওয়া সংস্থা প্রথমে রাস্তার পাশের মাটি কেটে পাইপ বসিয়ে নামমাত্র মাটি দিয়ে সেই জায়গা ভরাট করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সাবরুম থেকে বৈষ্ণবপুর রাস্তা প্রতিনিয়ত গাড়ির চাকা আটকে যাচ্ছে রাস্তার পাশ দিয়ে পাইপ বসানোর পর মাটি ঠিকভাবে না দেওয়ার কারণে।

অন্য যানবাহনকে পাশ দিতে গিয়েই গাড়ির চাকা ঢুকে যাচ্ছে মাটির নিচে। যার ফলে গাড়ি নিয়ে চলাচল করা এ রাস্তায় দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনই এক ঘটনার প্রত্যক্ষ মিলল শুক্রবার বেলা বারোটা নাগাদ। সাবরুম চালের গোডাউন থেকে রেশন শপের জন্য চাল নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ডিআই গাড়ির চাকা আটকে যায় মাটিতে। সে সময়ই এই আটকে যাওয়া গাড়ির পাশ দিয়ে একটি ইলেকট্রনিক অটো যাওয়ার সময় সেটিও পাইপ সেখানে আটকে যায়। উপস্থিত কয়েকজন মিলে অটো গাড়িটিকে তুলে দিলেও অন্য গাড়িটিকে অপর একটি গাড়ি দিয়ে কোন মতে টেনে তোলা হয়। এ রাস্তায় যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে কোন বড় দুর্ঘটনা।

এ বিষয়ে ডিডাব্লিউএস দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয়রা। কেননা তাদের

☛৫ এর পাতায় দেখুন

২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার এককালীন ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই।। আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উদ্ধার করল সদর মহকুমা প্রশাসন। এদিনের এই অভিযান সম্পর্কে সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস জানিয়েছেন, এককালীন ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এদিন মহারাজগঞ্জ বাজারে বিভিন্ন দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়েছে। সেই অভিযানে বেশ কয়েকটি দোকান থেকে খুচরো প্লাস্টিক উদ্ধার হয়েছে। তবে বাজারের একটি দোকানে প্রচুর পরিমাণ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উদ্ধার করা হয়। সেখানে ৭০টি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে ৩০কেজি করে একটি ব্যাগে প্লাস্টিক ছিল। এই প্লাস্টিকগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৫০হাজার টাকা। সদর মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, ওই ব্যবসায়ীকে ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী দিনে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারকারীদের এবং বিক্রয়কারীদের উভয়কেই জরিমানা করা হবে।

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১২ জুলাই ২০২৫ ইং
২৭ আষাঢ়, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলিম মহিলারাও খোরপোশ পাইবার যোগ্য

সময় আসিয়াছে ভারতীয় পুরুষদের গৃহবধূদের ভূমিকা ও আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দেওয়ার। কিছু স্বামী এটা বুঝিতেই পারেন না যে তাহার স্ত্রী, যিনি গৃহবধূ, তিনি মানসিক ও অন্যান্য দিক থেকে তাহার উপরে নির্ভরশীল। সুপ্রিম কোর্ট জানাইয়াছে , খোরপোশের আবেদন মুলতুবি থাকাকালীন যদি বিবাহবিচ্ছেদে সিলমোহর পড়িয়া যায়, সে ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের আইন অনুযায়ী এগোতে পারেন মুসলিম মহিলা। সে ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১২৫-এর আওতায় প্রতিকারের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। ১৯৮৬ সালের মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে অধিকার রক্ষা) আইন অনুযায়ী, কোনও মহিলা যদি স্বাবলম্বী না হন, সে ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময়কাল পার হইয়া গেলেও তিনি যদি দ্বিতীয় বিবাহ না করেন, তাহার জন্য টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে আদালত। কিন্তু, দেশের শীর্ষ আদালত রায়ে জানাইয়াছে, খোরপোশের জন্য কোনও শর্তপূরণ করিতে হইবে না মুসলিম মহিলাদের। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানাইয়াছে, খোরপোশ কোনও দান-খয়রাত নয়। প্রত্যেক বিবাহিত মহিলার অধিকার।সম্প্রতি এক মুসলিম ব্যক্তি বিবাহবিচ্ছেদের পর তাহার স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে রাজি হননি। সেই অভিযোগে মামলা করিয়াছিলেন স্ত্রী। নিম্ন আদালতের রায়ে জয়ী হন মহিলা। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। সেই মামলার শুনানিতেই এই রায় দেশের শীর্ষ আদালতের।এদিন বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-র বেঞ্চ এই মুসলিম ব্যক্তির আর্জি খারিজ করিয়া দেয়। তিনি বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রীর আনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ ধারা মোতাবেক খোরপোশের আবেদনকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু, আদালত জানাইয়া দেয়, বিবাহবিচ্ছিন্নাদের অধিকার রক্ষা আইন, ১৯৮৬ অনুসারে মুসলিম মহিলাদের ধর্মনিরপেক্ষতার চোখে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। বিচারপতিদ্বয়ের বেঞ্চ জানায়, ফৌজদারি কার্য্যবিধির ১২৫ ধারা যেখানে স্ত্রীয়ের ভরণপোষণের আইনি অধিকারের কথা বলা আছে সৈটি মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ নম্বর ধারায় যদি কোনও মুসলিম মহিলার বিবাহবিচ্ছিন্নের আর্জির শুনানি পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তিনি খোরপোশ পাইতে পারেন।

তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট মহম্মদ আবদুস সামাদকে নির্দেশ দেয় তাহার প্রাক্তন স্ত্রীকে মাসে ১০ হাজার টাকা খোরপোশ দেওয়ার। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া তিনি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। আবেদনকারী তাহার আপিলে দাবি করেন যে, একজন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ফৌজদারি কার্য্যবিধির ১২৫-এর অধীনে খোরপোশ চাইতে পারেন না , কারণ মুসলিম মহিলা আইন, ১৯৮৬ এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাইবে। সেই আর্জিই খারিজ হইয়া যায় সুপ্রিম কোর্টে। বেঞ্চ বলে, খোরপোশ কোন দান নয়, বরং বিবাহিত মহিলাদের অধিকার এবং এটি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক যুগান্তকারী রায়ে শাহ বানো মামলাতেও সুপ্রিম কোর্ট বলিয়াছিল, খোরপোশের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলারাও তাহা পাওয়ার যোগ্য। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হইবে বলিয়াই তাহারা মনে করিতেছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক রায় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মনিপুর: সেনাপতিতে দুইটি ভানধান বিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন, ট্রাইবাল জীবিকার উন্নয়নে পদক্ষেপ

মণিপুর, ১১ জুলাই : সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টের ট্রাইবাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়, গত বৃহস্পতিবার সেনাপতির মাল্টিপারপাস হলে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিয়ান এর অধীনে দুটি ভানধান বিকাশ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি স্থানীয় উপজাতি সম্প্রদায়গুলির সামাজিক এবং আর্থিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

উদ্বোধন করেন অনুরাগ বাজপাই, আইএফএস, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (টি.এ ্ পাহাড়;), যিনি পিসিসিএফ এবং হোএফএফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তার সঙ্গে ছিলেন গৈথাওলু থাইমেই, আইএফএস, সিসিএফ (টি-জ্জজ) এবং নোডাল অফিসার, ট্রাইফেড; অরুণ আর.এস., আইএফএস, সিএফ; লক্ষীসন গামশা কাশুং, আইএএস, ডিরেক্টর, টিএ ্ হিলস; মামনি ডোলে, আইএএস, ডিসি সেনাপতি; এবং শাইখ মোহাম্মদ জায়েদ জাকির, আইপিএস, এসপি সেনাপতি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুরাগ বাজপাই এই মুহূর্তটিকে 'একটি অত্যন্ত পবিত্র' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে এটি উপজাতি জনগণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। তিনি মারাম উপজাতির বনভিত্তিক জীবিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বিশেষ করে মহিলাদের বন সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান, যাতে টেকসই আয়ের সুযোগ নিশ্চিত হয়।

বাজপাই আরও বলেন, মারাম উপজাতি, যেটি মনিপুরের একটি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত, তারা অঞ্চলের বনসম্পদগুলির রক্ষক। সরকার বন দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবে, যাতে এসব সম্পদ পুনঃস্থাপন এবং সুরক্ষিত থাকে।

অনুষ্ঠান পরবর্তী পর্য্যালোচনা সভা: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে, অনুরাগ বাজপাই সেনাপতি ডিসি কনফারেন্স হলে একটি পর্য্যালোচনা সভা আহ্বান করেন, যেখানে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য প্রকল্পের অগ্রগতি এবং কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করা হয়। সভায় অংশগ্রহণ করেন গৈথাওলু থাইমেই, আইএফএস; অরুণ আর.এস., আইএফএস; লক্ষীসন গামশা কাশুং, আইএএস; মামনি ডোলে, আইএএস; শাইখ মোহাম্মদ জায়েদ জাকির, আইপিএস; শ্যাংগাম এস., আইএফএস, ডিএফও সেনাপতি; এবং ডিএলওরা। বাজপাই সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সৎ ও সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান, যাতে সুবিচার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তিনি আরও নিয়মিত পর্য্যালোচনা সভা করার নির্দেশনা দেন, যাতে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি মনিটর করা যায়।

লুই ভুঁইতো-জানান দিচ্ছে শোস্টপার ভারত

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যদি কথা হয়, সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ভাবে এডিট হয় কী? কোন বিষয়? স্বচ্ছন্দ উত্তর হবে ফ্যাশন। যেকোনো শৈলীই পরিবর্তনের চূড়ান্ত দাবি রাখে, কিন্ত ফ্যাশন এক বিকশিত বিবর্তন যা কোনো কালেই কারোর তোয়াক্কা করেনি। কে ভাল বলল, ক' জন বলল, কজন গ্রহণ করল, কোন শ্রেণির মানুষ তা পছন্দ করল এত ভেবে ফ্যাশন তার পরিবর্তন পরীক্ষার প্রবণতা জারি রাখে না। কিন্ত, এখানে একটা কিন্ত আসছে। তা হল, কৃতজ্ঞতা স্বীকার। পৃথিবীর বড় বড় ফ্যাশন, মেকার, ডিজাইনার, - এককথায় তা সবটাই আর্ট। যতোই বাণিজ্যিক মুনাফা আনুক, কিন্ত ভিতে দাঁড়িয়ে শিল্প। কমলার ফ্রাইবার থেকে যখন বায়োডিগ্রেডেবল পোশাক তৈরি হল, যখন সামুদ্রিক শৈবালের থেকে প্রস্তুত ড্রেস পরে মডেল ঝকঝকে ভঙ্গিমাতে শো করল তখন ডিজাইনারের নাম এবং আবিষ্কারকের নাম উল্লেখ করা হয়। অন্তত কোথাও একটা কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাটা নৈতিকতা এবং পেশাদারিত্বও। এতো কথা বলছি, কারণ সম্প্রতি দুটি ঘটনা বেশ অন্যরকম লাগল। প্রথম, লুই ভুঁইতো-র মত বিলাশি ব্রান্ড দু-একদিন আগে এক হ্যান্ড ব্যাগের বিজ্ঞাপন দিল। যা আকারে আমাদের ছাতা বওয়া সব বাঙালির হিসেবে- ছোটো ব্যাগ। ব্যাগটির মূল্য ৩৫ লক্ষ টাকা! এবং ব্যাগের আকৃতি হুবহু ভারতীয় হলুদ অটো রিকশা। প্রশ্ন এখানেই। আরো অবাক করার মত- এই ব্যাগটি পুরুষের জন্য। ফরাসী ল্যাক্সারি ব্রান্ডের এই মডেলের কর্তা ফারল উইলিয়াম বলছেন - আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে চাই। ফ্যাশন এমন এক দুনিয়া যেখানে না- হ্যাঁ- কেন- কিন্ত এসব জোর খাটেনি খাটবেও না। প্রস্তুতকারকের উদ্দেশ্যটা বোঝাই এখন বড় কাজ। কারণ এইধরনের বিশ্বমানের অভিজাত সংস্থা কোনো না কোনো উদ্দেশ্যেই তাদের মডেল বাজারে আনে এবং আরো বড় কথা , দেদার কেনা যেন না যায়, সেদিকে ভেবেই এমন এক একটা ডিজাইন মডেলের আগমন। হাতে গোনা মানুষ ক্রয় করবেন এবং তারাও তো আর যেমন তেমন ব্যক্তি হবেন না। এই ব্যাগ হয়ত থাকবে টম ক্রুজের হাতে। বা নিতে পারেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাহলে কী দাঁড়াল? ভারতের অটো রিকশা, যা মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষের সারাক্ষণের পথের সাথী তা স্থান নিচ্ছে লুই ভুঁইতো শো -তে। অটো রিকশা র কপাল ভাল যে তাকে লুই ভুঁইতো তার শেলফে, তার শো রুমে, তার প্রদর্শনে রাখছে। এতো যে খিটখিট করি আমরা, এতো অভিযোগ অটো হুটপাট ছোটে, চালক ঝগড়া করছে, খুচরো নিয়ে খিচিখিচ, বৃষ্টি মানে খানিক ভিজবেই জামা, অটো দাদা বিড়ি খাচ্ছে ধোঁয়া কেন আমার মুখে...ইত্যাদি আর যা যা অভিযোগ আছে সবকে ক্লিনচিট দিয়ে দিল লুই ভুঁইতো। সৌভাগ্য হয়েছিল একবার লুই ভুঁইতো দুবাই শো- রুমে ঢুঁ দেওয়ার। মাঝারি আকৃতির ছাতা ধরবে এমন লেডিস হ্যান্ড ব্যাগের গড় মূল্য আনুমানিক দু'লক্ষ টাকা। প্রশ্ন এটাই, পুরুষের জন্য ছোট্ট একটা অটো সেপের ব্যাগ তার দাম ৩৫ লক্ষ! আমাদের রাস্তায় বলি অটোই রাজা। ফ্যাশনেও এভাবে অটোটাই যে দৌড়াবে ভেবেছিলাম কখনও! যখন ব্যাগটি লঞ্চ হচ্ছে তখন ফারেল উইলিয়াম কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানান ভারতকে। অন্য বিতর্ক থাক, কেন মানুষের প্রতিদিনের খেটে খাওয়ার, নিত্য যাতায়াতের মধ্যবিত্ত যানটাকেই বাছতে হল। বুর্জোয়া এরা বুর্জোয়া- এসব কথা আসতেই পারে। লুই ভুঁইতো কখনও বলেনা দাবি করে না আমরা সাধারণের জন্য শিল্প তৈরি করি। এর আগেও তারা বিমান, বাস এসব আকৃতির ব্যাগ করেছে। ডলফিন আকৃতির ব্যাগতো সাড়া ফেলেছিল কিছু বছর আগে। তখন প্রশ্ন আসেনি, চর্চাও হয়নি। কারণ ওসবতো আর মধ্যবিত্তের প্রতীক না। আজকে লুই ভুঁইতো- খুঁজে খুঁজে যখন ভারতের অটো রিকসাটাতেই ফ্যাশন গিয়ার ফেলল, তখনই একটা বাম্পারে ঝাঁকুনি এটা আসছে-কোথাও গিয়ে ভারতীয় যান, অধিকাংশ মানুষের যাতায়াতের মাধ্যমের ওপর এমন অস্বাভাবিক মূল্যের ব্যাগ বাজারে এনে প্রস্তুতকারক সংস্থা নিজেকে একটু যেচে উদার, ক্লাস না মানা বলে প্রমাণ করতে চাইছে। প্যাঁচালো মানে আবিষ্কার করছি এমন ভাবাটাও যথাযথ হবে না। ওইযে শুরুতেই বলছিলাম, এরা এমনি এমনি কোনো মডেল ডিজাইন আনে না। লুই ভুঁইতো জানে অধিকাংশ ভারতীয়, প্রবাসী ভারতীয় এই ব্যাগ কিনতে পারবে না। কিন্ত তার দেশের মফস্বল শহরের সেই সহজ বাহনটাকে যখন মডেল করে লুই ভুঁইতো তখন তা হয়ে ওঠে শ্রম মর্যাদা, রোজের সাধারণ মানুষের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন। এবার আসি দ্বিতীয় ঘটনায়। লুই ভুঁইতোর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করল প্রাদা। এটাও স্প্রিং সামার কালেকশন, ওই ব্যাগটার মত। প্রাদা ইতালির সংস্থা। প্রাদার এক ফ্যাশন শো-তে আচমকাই দেখা গেল এক পুরুষের পায়ে আমাদের কোলাপুরি চপ্পল। মূল্য তার ১.২ লক্ষ টাকা! অবশ্যই পরতে পারে, মূল্য তাদের ব্যাপার। কিন্ত কৃতজ্ঞতা? ভারত সরকার ২০১৯ এ কোলাপুরি চপ্পল- কে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ দেয়। এটি মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরিচয়। শুধু তাইই না, এ হাজার বছরের আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য। প্রাদা তাদের পুরুষ চামড়ার জুতো কালেকশনে এই জুতো ফ্যাশন শো- তে আনল কিন্ত তার উৎস, ইতিহাস, ঐতিহ্য কিছুই বলল না। বলল না অনুপ্রেরণা- ভারতের। মহারাষ্ট্র চেম্বার এন্ড কমার্স , ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচার চিঠি করল প্রাদা- কে। তারপর প্রাদার প্রধান লরেঞ্জ বেরতেল্লি বাধ্য হয়ে স্বীকার করল- হ্যাঁ এই চপ্পল ভারতীয় কোলাপুরি থেকে কপি করা। অনুপ্রাণিত। ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিশেষ করে ফ্যাশন জগতে বহু সময়ই বহু দেশ বহু সংস্থা রেখেছে। উল্লেখ করার মত , বেঞ্জামিন জিয়া- র ১৮১০ এর তৈলচিত্রটি। যা নেপোলিয়ানের বিবাহের। তৈলচিত্রের মহিলারা গায়ে কাশ্মীরী শাল রেখেছে। ইউরোপ আমেরিকায় ভারতীয় পোশাক, কারুশিল্প অর্থাত ফ্যাশন তখন পুরস্কার হিসেবে রাখা হত। শিল্পী সেই সময়, পরাধীন ভারতের ফ্যাশনকেও স্বীকৃতির স্বাধীনতা দিয়েছেন। শুধু কি তাই! লেডি মেরি কার্ডন তার বিখ্যাত ময়ূর পোশাকে খাঁজে খাঁজে বহন করেন ভারতীয় জরির শৈল্পিক স্পর্শ। ১৯০২ তে শিকাগো ট্রাইবুনে সেই পোশাকের কৃতজ্ঞতায় এসেছিল ভারতের কথা। ১৯৩৯, কোকো চ্যানেল স্প্রিং সামার কালেকশনে যখন শাড়ির আঁচল রাখেন তখনও কৃতজ্ঞতা ধরেন ভারতের প্রতি। ক্রিশিয়ান ডিওর- নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর ফ্যাশন ও ফ্যাশন ব্যবসার অনুপ্রেরণা ভারত। অনেকেই হয়ত জানি না, ডিওর- এর মত সংস্থা তার পোশাক ডিজাইনে বেনারস বাংলা নামেও রাখেন, এবং তা হয়েছিল যখন সংস্থা পথ চলা শুরু করল ১৯৪৭ এ। ভারতের রাজা জ্যাকেট, পাগড়ি, এমনকি বালেকসিয়াগা- র মত সংস্থা তাদের সান্ধ্য সংগ্রহে শাড়িও রেখেছিল। জিন পল ব্যবহার করেছে নেহেরু জ্যাকেট। সদ্য জেনিফার লোপেজ পর্যন্ত ব্যবহার করলেন ভারতীয় তুলির টানে ভরা পোশাক। এই তালিকা শেষ হবার না। ভারতের থেকে নানান সময়ে শিল্প ঋণ করেছে, গ্রহণ করেছে, অনুকরণ, অনুসরণ এমনকি চুরিও করেছে বিভিন্ন বিদেশী শিল্পী, আধুনিক কালের সংস্থা। আজকে ফ্যাশন শিল্পের বৃদ্ধিশীল চলমান বাজার ভারত। তাই শুধুমাত্র ঐতিহ্যে কৃতজ্ঞতা না, বানিজ্যিক মুনাফার দিকে তাকিয়েও প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক ফ্যাশন সংস্থা হিসেব করে চলে ভারতের ব্যাপারে। এক্সক্লুসিভ ব্রান্ড গুলো পর্যন্ত ভাবছে, ভারতে ঢুকি। তারা ভারতীয় মূল্য মুদ্রা বাজার সাপেক্ষে দাম নির্ধারণ করছে। যদি জারা (Zara) র দিকেই তাকাই, যদিও লুই ভুঁইতো, প্রাদার ধারে কাছেও নেই এই সংস্থা। তথাপিও আন্তর্জাতিক মহলে জারা একটা নাম। ২০২৫ অর্থ বর্ষে এখনও পর্যন্ত জারা (ইন্ডিয়ার) লাভের অঙ্ক ২৯৯.৪৭ কোটি এবং রেভিনিউ অপারেশন ২,৭৮২ কোটির। জারার মত ব্রান্ড ইতিমধ্যেই ভারতের ১৩ টি শহরে ২২ টি আউটলেট চালাচ্ছে। এইচ এন্ড এম, এম এন্ড এস, গাচ্চি এমন সব ব্রান্ড ভারতের ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস। ম্যাসিমো ডুট্টির মত ফ্যাশন ব্রান্ড সরাসরি ভারতেই প্রস্তুত করছে সামগ্রী। প্রত্যেকটি ফ্যাশন সংস্থাই তাদের অতীত সংরক্ষণ দৃষ্টিরূপের পরিবর্তন করছে, তারা চায় ভারতের বাজার। তারা চায় ভারতের ফ্যাশনটাও। বিশ্ব মানের প্রত্যেকটি ফ্যাশন ল্যাকসারি ব্রান্ডে যদি চোখ রাখি দেখব কোথাও না কোথাও ভারতের ছোঁয়া আছেই আছে। ভারতের ছোঁয়া কোন পর্যায়ে সংক্রমিত হলে লুই ভুঁইতো-র মত সংস্থা সব ছেড়ে অটোতে চাপে! ওটা যেন একটা গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে। এখন অটোটা চলুক। কাল ওই অটোতে চড়েই লুই ভুঁইতো-আমাদের নাগালের মধ্যের সামগ্রী তৈরির বিক্রির পরিকল্পনা করছে নাতো? ভাব ভাব ভাবা প্রাকটিশ কর। এটাতো ময়ূর হতে পারত , হতে পারত কলকাতা বোম্বের ডবল ডেকার বাস, হতে পারত অ্যাম্বাসাডার, বা হাতি , সিংহ। সবেতেই ভারতের প্রতি সম্মান জানানোর সুযোগ ছিল। হতে পারত কোনো প্রাচীন ভারতীয় ব্যাগের স্টাইলের কপি, মুগল যুগের ফ্যাশন বা যা খুশি। সবছেড়ে, হাজার অভিযোগের অথচ প্রয়োজনের অটো রিকসাটাই হয়ে গেল পছন্দ। তারমানে অনুমান করাই যায়, যে লুই ভুঁইতো-র দাম শুনলেই আমরা পালাই, তা হয়ত আমাদের কখনও শখে কেনার মত সার্মথ্যে আসতেও পারে। যেমন হয়েছে গুচ্চি, হয়েছে টমি হিলফিগার বা এমন বেশ কিছু ব্রান্ড। যাদের পরিকল্পনা করে, কখনও সখনও শৌখিনতার ভারে কেনা যায়। ভারতের জন সংখ্যা, এবং কিছু শতাংশ শৌখিন মানুষ, সেটাই জারা বা লুই ভুঁইতো-র জন্য লাভের মুখ দেখাবে যদি ভারতীয় মূল্য বাজার সাপেক্ষে প্রাইস ট্যাগ টা তেমন হয়। এইযে এতোটা গুরুত্ব প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে ভারতের জন্য অপেক্ষা করছে। এটাইতো ভারতকে শো-স্টপার করে তুলল। ফ্যাশন থামবে না, শো স্টপারে ভারত।

আকাশবাণীর ইতিহাস ও কারিগরি বিবর্তন

অসীম সুর চৌধুরী

ভারতের বেতার সম্প্রচারের কথা উঠলেই প্রথমে আমাদের মনে আকাশবাণীর নাম ভেসে ওঠে। কিন্তু আকাশবাণীর জন্মেরও বেশ কয়েক বছর আগেই বেতার সম্প্রচারের যুগ শুরু হয়ে যায়। বেতার নিয়ে ভারতে সর্বপ্রথম সফলভাবে এ সম্প্রচার প্রদর্শনী করেছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, কলকাতার টাউন হলে, সেই ১৮৯৫ সালে। কিন্তু সেটা ছিল নেহাত ই পরীক্ষা নিরীক্ষা, কোন নিয়মিত সম্প্রচার নয়। সেটা ভারতে শুরু হয়েছিল এরও সাতাশ বছর পরে। আজ থেকে একশ দুই বছর আগে ১৯২৩ সালের জুন মাসে বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) কিছু উৎসাহী ব্যক্তি বোম্বে প্রেসিডেন্সি রেডিও ক্লাব গড়ে তুলে ভারতে প্রথম নিয়মিত বেতার সম্প্রচার শুরু করে। এটা ছিল পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগ। এর মাত্র কয়েক মাস পারে নভেম্বরে "ক্যালকাটা রেডিও ক্লাব" এর পরিচালনায় প্রথম কলকাতায় বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। ইংল্যান্ডের মার্কনি কোম্পানি এই সম্প্রচারের জন্য তাদের একটা ট্রান্সমিটার ধার দিয়েছিল। এরপর ১৯২৪ সালে মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) মাদ্রাজ রেডিও ক্লাব। বেতার বাবস্থা চালু করে। প্রতিদিন মাত্র কয়েক ঘন্টার অনুষ্ঠান সবাই প্রচার করত। এগুলি সবই কিন্তু ছিল সখের উদ্দ্যোগ, কোনও পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এরপর ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ড.শিশিরকুমার মিত্র পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একটি ঘরে ছোটো ট্রান্সমিটার বসিয়ে রেডিও সম্প্রচার শুরু করেন। এখান থেকে গান-বাজনা, বক্তিতা ইত্যাদ প্রচারিত হত। এরপর আরও কিছু ছোট ছোট বেতার কেন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু এগুলি সবই ছিল বিচ্ছিন্ন ও বেসরকারী প্রয়াস। ১৯২৬ সালে মুম্বইয়ের কয়েকজন ব্যবসায়ী রেডিও সম্প্রচারের একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর নাম দেন "ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি" (আইবিসি)। প্রধান উদ্যোগক্তা ছিলেন বিশিষ্ট পারসী ব্যবসায়ী "এফ এম চিনয়"। এই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয় বিবিসির "ই সি ডানস্টন"কৈ। ১৯২৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এই কোম্পানির সঙ্গে ভারত সরকারের (তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার) একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে, আইবিসি কে কলকাতা ও মুম্বাই বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়। যদিও তখনও ওই বেতার কেন্দ্র দু'টি চালু হয় নি।

১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই ভারতের বেতার সম্প্রচারের ইতিহাসে এক স্বর্ণ উজ্জ্বল দিন। ওই দিন মুম্বাইতে ভারতের প্রথম সংগঠিত বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন এর হাত দিয়ে। এই কারণে ভারতে সংগঠিত বেতার ব্যবস্থা প্রবর্তনের তারিখ হিসাবে এই ২৩ জুলাই দিনটাকে পালন করা হয়। তখনও কিন্তু "অল ইন্ডিয়া রেডিও" নামটা অসেনি। তবে এই "আইবিসি" কে অল ইন্ডিয়া রেডিওর পূর্বসূরী বলা হয়। মুম্বাই রেডিও স্টেশন চালু হওয়ার মাত্র এক মাস পরেই ২৬ আগস্ট ভারতের দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্র কলকাতায় শুরু হয়। তখন রেডিও কার্যালয়ের কোনও নিজস্ব বাড়ি ছিল না। ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিমে ১ নং গারস্টিন প্লেসের বাড়িটা। মাসিক ভাড়া ছিল ৮০০ টাকা। রেডিওর অনুষ্ঠানগুলো শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা ট্রান্সমিটারের দরকার। তাই টালা পার্কের কাছে কাশীপুরে কিছু জায়গা লিজ নিয়ে সেখানে বসানো হয়েছিল দেড় কিলো ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভট্রান্সমিটার যা সবচেয়ে পুরনো প্রযুক্তি "ভালভ" এর দ্বারা বানানো। তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেকটর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন "সি সি ওয়ালিক"। ভারতীয় অনুষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে ছিলেন বিশিষ্ট ক্যারিওনেট (এক রকমের বাঁশী) বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। এরপর কলকাতা বেতারে যোগ দেন বহু বিশিষ্ট ও গুণী ব্যক্তিরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, নলিনী কান্ত সরকার, রাজেন্দ্র নাথ সেন, বীরেন রায়, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, বাণী কুমার, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ। ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল বেতার সম্প্রচারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে আসে। নতুন করে নাম দেওয়া হয় "ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস" (আইএসবিএস)। কিন্তু এটা অল্প দিনই টিকলো। দেড় বছরের মাথাতেই এই "আইএসবিএস" কে ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে সমস্ত বেতার কর্মী ও কলাকুশলীদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। তখন ভারতের বেতার দফতরের পরিচালন সমিতি; ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন "স্যার জোসেফ ভোর"। তার কাছে তখন বিখ্যাত সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ ও আরও কিছু বিশিষ্টজনরা এই ব্যাপারে দরবার করেন। স্যার জোসেফ তখন লাটসাহেবকে বোঝালেন যে, রেডিওর মতো প্রচার মাধামকে হাতছাড়া করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সমীচীন হবেনা। স্যার জোসেফের এই উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার তখন সাময়িকভাবে বেতার কেন্দ্রগুলি বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩২ সালের ৫ই মে পাকাপাকিভাবে বেতার কেন্দ্রগুলো চালু রাখার ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তে বেতার কর্মী ও কলাকুশলীরা নতুনভাবে উৎসাহিত হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। স্যার জোসেফ ভোরের এই প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে, না হলে ভারতের বেতার সম্প্রচারের ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিত। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় বেতারের প্রথম কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং "পদে কার্যভার গ্রহণ করেন বিবিসি থেকে আগত লায়োনেল ফিলডেন"। তিনি ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের রেডিও সম্প্রচারের সদর দফতর দিল্লিতে নিয়ে গেলেন। ঐ বছরেরই ৮ জুন তারিখে আইএসবিএস-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় "অল ইন্ডিয়া রেডিও" (এ আই আর)। তবে আকাশবাণী নামটা দেওয়া হয় স্বাধীনতার পরে, ১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল। তখন থেকে ভারতীর বেতার "অল ইন্ডিয়া রেডিও। ও "আকাশবাণী" এই দুই নামেই পরিচিত হল। অনেকের মতে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইনে আকাশবাণী নামের বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কবিতাটার লাইন হল, "ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী"। ১৯৩৮ সালে এই কবিতাটি তিনি ডাকযোগে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই আকাশবাণী শব্দটা কবিগুরুর কবিতার আগেও ব্যবহার হয়েছে। লেখক সুকুমার রায় অনেক আগে তার এক প্রবন্ধে আকাশবাণী কথাটা ব্যবহার করেছেন। আবার মহীশূরের রাজা ১৯৩৫ সালে তার নিজস্ব এক বেতার কেন্দ্র খুলেছিলেন "আকাশবাণী" নামে।

২০২৩ সালের ৩ রা মে তারিখে ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের এক আদেশ অনুসারে "অল ইন্ডিয়া রেডিও" নামটার বিদায় ঘটেছে। ভারতীয় বেতার সংস্থাকে এখন শুধু আকাশবাণী নামেই ডাকা হবে।

বেতার সম্প্রচার কীভাবে হয়, সেটাই এখন আমরা জানবো। আমরা যেসব গানবাজনা, নাটক, সংবাদ ইত্যাদি শুনতে পাই, তাদের কম্পাঙ্ক ২০ থেকে ২০ হাজার হার্জের (হার্জ হচ্ছে কম্পাঙ্কের একক) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র এই সীমার মধ্যে শব্দগুলো আমাদের কর্ণগোচর হয় বলে এদের শ্রবণযোগ্য কম্পাঙ্ক বা অডিও ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয়। সম্প্রচার করার সময় একে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে "অডিও সিগন্যাল" নামে ডাকা হয়। এই অডিও সিগন্যালের শক্তি কম হওয়ার দরুন এ দৌড় খুব বেশিদুর পর্যন্ত হয় না। কিন্তু সর্বাধিক শ্রোতার কাছে অনুষ্ঠান পৌঁছানো দরকার। তাই দুর্বল অডিও সিগন্যালকে এক শক্তিশালী কম্পাঙ্কের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় যা "বাহক কম্পাঙ্ক" (ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি) নামে পরিচিত। এই পুরো ঘটনাটাকে বলা হয় "মড্যুলেসন"। ধরা যাক অনুষ্ঠান শুরুর আগে ঘোষক বা ঘোষিকা বললেন, "আপনারা অনুষ্ঠান শুনছেন ৬৫৭ কিলোহার্জে"। এর অর্থ হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানের বাহক কম্পাঙ্ক ৬৫৭কিলোহার্জ। অর্থাৎ রেডিওর কাঁটাটা ঘুড়িয়ে ওই কম্পাঙ্কে নিয়ে আসলে তবেই অনুষ্ঠানটা শোনা যাবে। আমাদের দেশে তিন ধরনের রেডিও সম্প্রচার দেখা যায়। ১) মিডিয়াম ওয়েভ (MW), ২) ফ্রিকোয়েনসি মড্যুলেশন (FM) এবং ৩) শর্টওয়েভ (SW)। প্রথমত দুটো সম্প্রচার (MW G FM) দেশের মধ্যের শ্রোতাদের জন্য আর শেষেরটা (SW) মূলতঃ ভারতের বাইরের শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। ১৯৭০ দশকের শেষদিকে ভারতের প্রধান চারটে শহর দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা ও চেন্নাইতে আকাশবাণীর এফএম চ্যানেল যখন চালু হয়েছিল তখন কজন লোক যে তার খবর রাখতেন তা কর গুনে বলে দেওয়া যেত। কিন্তু অবস্থাটা ফিরতে শুরু করলো ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি যখন কলকাতা সহ অন্যান্য মহানগরগুলোতে "স্টিরিও ফোনিক" চ্চ চ্যানেল আরম্ভ হল। প্রযুক্তিগত দিক থেকে FM পদ্ধতি MW এর থেকে অনেক এগিয়ে। FM-এর অনুষ্ঠানের মধ্যে অবাঞ্ছিত শব্দ (নয়েজ) অনেক কম থাকে। তাই এর মাধূর্য অনেক বেশি। এই কারণে FM-এর অনুষ্ঠান MW কে পিছন ফেলে দিল। তখন চিত্রটাই গেল পুরোপুরি বদলে। শ্রুতিমধুর শব্দের সাথে সাথে সুন্দর ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচারের সাঁড়াশি চাপে মিডিয়াম ওয়েভের প্রাথমিক চ্যানেলগুলোর (যেমন কলকাতা ক, কলকাতা -খ) তখন ত্রাহি ত্রাহি রব। FM চ্যানেলগুলোর দাপটে MW এর চ্যানেলগুলোর শ্রোতার সংখ্যা কমতে লাগলো। মোবাইলে সমস্ত FM চ্যানেলগুলো পাওয়ার জন্য নতুন প্রজন্মের কাছে এর গ্রহণ যোগ্যতা অনেক বেড়ে গেল। রেডিও সেটগুলো, বিশেষ করে MW রেডিও সেট বিক্রি প্রায় বন্ধের মুখে। শুধু ভারতে নয় সারা পৃথিবীতেই একই অবস্থা দেখা গেল।

১৯৯০ দশকে FM সম্প্রচারের দাপটে যখন MW এর জনপ্রিয়তা তলানীতে এসে ঠেকেছে সেই সময় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর বেশ কিছু সম্প্রচার সংস্থা একটা সংগঠন গড়ে তুললো। নাম দেওয়া হল DRM কন্সটিয়াম। DRM কথাটার পুরো অর্থ হচ্ছে "ডিজিটাল রেডিও মনডিয়াল"। যার অর্থ, পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। ১৯৯৭ সালে চিনের Guangzhou তে এদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এটা একটা অলাভ জনক সংস্থা যার লক্ষ্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ডিজিটাল সম্প্রচার ছড়িয়ে দেওয়া। পৃথিবীর সব প্রভাবশালী ও প্রথম সারি দেশের সম্প্রচার সংস্থাগুলো এই সংগঠনের সদস্য বা অনুসারক। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য নাম হল, বিবিসি ওয়াল্ড সার্ভিস, ভয়েস অফ আমেরিকা, রেডিও ফ্রান্স, জামানির Detsche welle, রেডিও নেদারল্যান্ড ওয়াল্ডওয়াইড এবং অবশ্যই ভারতের আকাশবানী। বর্তমানে ৩৯টা দেশের প্রায় ১০০ টা সদস্য রয়েছে এই DRM সংগঠনে।

কিন্তু DRM রেডিও কি? বলা যায় DRM রেডিও মিডিয়াম ওয়েভের এর পুরোন ধারনাটাই বদলে দিয়েছেন। MW মানে অনুষ্ঠানের মধ্যে অবাঞ্ছিত শব্দের আনাগোনা, এই অবস্থাটা আর নেই। বরং ঝকঝকে শ্রুতিমধুর শব্দের অনুষ্ঠান FM কে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় ফেলে দেবে। DRM এর কাজকারবার দুটো ভাগে বিভক্ত। ১) ডিজিটাল অর্থাৎ DRM ভাগ ২) MW ভাগ। দুটো ভাগের কম্পাঙ্ক আলাদা আলাদা কিন্তু সম্প্রচারিত হচ্ছে একটাই ট্রান্সমিটার থেকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আকাশবানী গীতাঞ্জলি (আগেকার কলকাতা ক) এর MW অনুষ্ঠান শোনা যায় ৬৫৭ কিলোহার্জ কম্পাঙ্কে। এর ডিজিটাল অংশ অর্থাৎ DRM ভাগে প্রচারিত হয় কলকাতা FM গোল্ডের অনুষ্ঠান যার কম্পার্ক ৬৪৮ কিলোহার্জ। সাধারণ MW রেডিও সেটে কিন্তু DRM এর ভাগের অনুষ্ঠান শোনা যাবে না। এর জন্য দরকার DRM রেডিও সেট, যার দাম একটু চড়া। কেন DRM এর শব্দ উচ্চ গুনমানের? কারন এই পদ্ধতিতে রেডিও সিগন্যালকে অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা হয়। যাকে বলা হয় "স্যামপেলিং"। এর ফলে "নয়েজ" কমে গিয়ে প্রায় নগন্য হয়ে দাড়ায়। DRM রেডিও সেটে গিয়ে ওই ছোট ছোট ভাগগুলো পুনরায় যুক্ত হয়ে আবার আদি রূপে ফিরে যায়। কিন্তু সেখানে "নয়েজ" প্রায় শুন্য। তাই এর গুনমান অনেক অনেক ভালো। ভারত যখন স্বাধীন হয়, সেই সময়। আমাদের দেশে মাত্র ছটা রেডিও স্টেশন ছিল। এগুলি হল মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, ত্রিরুচিরাপল্লী এবং লখনৌ। আর আজ আকাশবাণী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নেটওয়ার্কযুক্ত রেডিও সম্প্রচার সংস্থা। ৪৮৩ টা রেডিও স্টেশন থেকে প্রতিদিন ২৩টি ভাষা ও ১৭৯টি স্থানীয় ভাষায় (উপভাষা) অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ভারতের জনসংখ্যার ৯৯.২ শতাংশ মানুষ আকাশবানীর অনুষ্ঠান শুনতে পায়। মোট ট্রান্সমিটারের সংখ্যা ৬৫৩ টা। নানা ভাষায় প্রচারিত আকাশবানীর অনুষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র রেডিও সেটেই যে পাওয়া যায়, তা কিন্তু নয়। দূরদর্শনের ডিটিএইচ পরিষেবা "ডিডি ফ্রি ডিস" এ আকাশবানীর অনেক রেডিও চ্যানেল সম্প্রচারিত হচ্ছে। মোবাইলে আকাশবাণীর সমস্ত চ্যানেল ২৪ ঘণ্টা শোনা যায়, যা নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করছে। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে নিউজ অন এ আই আর অ্যাপটা ডাউনলোড করলেই আকাশবাণীর সমস্ত চ্যানেল শোনা যাবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় মেয়র দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে সিএসসি দিবস পালিত হয়।

২৬৬ কোটি টাকার জাল ইনভয়েস ও ৪৮ কোটি টাকার ভুয়ো ট্যাক্স ক্রেডিট কেলেঙ্কারিতে ছয়টি শেল কোম্পানির সন্ধান, মূলচক্রী গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : বেঙ্গালুরুতে শুরু হওয়া একটি মামলার তদন্তের ধারাবাহিকতায় জিএসটি গোয়েন্দা দপ্তরের (ডিজিসিআই) বেঙ্গালুরু জোনাল ইউনিট দিল্লির ছয়টিরও বেশি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায় এবং সেখানে ২৬৬ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের জাল ইনভয়েস উদ্ধার করে। এই জালিয়াতি শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ৪৮ কোটি টাকার ভুয়ো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) দাবি ও হস্তান্তরের সঙ্গে যুক্ত।

এই শেল কোম্পানিগুলির কোনও রকম বাস্তব ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ছিল না। তারা সার্কুলার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে টার্নওভার কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তোলে, একটি কোম্পানিকে শেয়ার বাজারেও তালিকাভুক্ত করে এবং পরে আইটিসি জালিয়াতিতে লিপ্ত হয়। তদন্তে জানা যায়, চারটি কোম্পানি যাদের কোনও প্রকৃত ব্যবসা ছিল না, তারা শত কোটি টাকার পণ্য ও পরিষেবা পাওয়ার তথ্য দেখিয়েছে। প্রাথমিকভাবে, এই জালিয়াতির মূলচক্রী ছিলেন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা স্ট্যাচুটরি অডিটর, যিনি এসব কোম্পানির লেনদেন পরিচালনা করতেন।

আরও তদন্তে দেখা যায়, কোম্পানিগুলির গঠন ও শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন এবং তাতে পরিবর্তনের সময় এই সিএ বা অডিটর স্বয়ং কিছু কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন, যা এই ছয়টি শেল কোম্পানির পেছনে তার সরাসরি ভূমিকার প্রমাণ দেয়।

এই সংস্থাগুলির অফিসে তল্লাশির সময় মূলচক্রীর কাছ থেকে ইনভয়েস, সিলসহ একাধিক আসল নথি উদ্ধার করা হয়েছে। মামলার মূলচক্রীকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডি.জি.জি..আই বেঙ্গালুরু জোনাল ইউনিট এই প্রতারণার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও গভীর তদন্ত শুরু করেছে, কারণ এর সঙ্গে তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী নিরীহ জনগণের স্বার্থ জড়িয়ে আছে।

এই ধরনের জিএসটি জালিয়াতির ধরণ, যেখানে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলি সার্কুলার ট্রেডিং ও ভুয়ো আইটিসি ব্যবহার করছে, তা চিহ্নিত করে সম্প্রতি 'সেবি' আইনের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেবি-কে নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করেছে ডি.জি.জি.আই।

ভারতীয় রেলওয়ে ও ডিএফসিসিআইএল ট্রেন নিরাপত্তা বাড়াতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করছে

নতুন দিল্লি: ভারতীয় রেলওয়ে, রেল পরিষেবা দক্ষতা বাড়ানোর এবং রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ংক্রিয় করার ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ডিএফসিসিআইএল)-এর সঙ্গে একটি স্মারক চুক্তি সই করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে, ট্রেন নিরাপত্তা বাড়াতে মেশিন ভিশন ভিত্তিক পরিদর্শন সিস্টেমস্থাপন করা হবে। এমভিআইএস একটি আধুনিক এআই এবং এমএল -ভিত্তিক প্রযুক্তি সমাধান যা রেলপথের পাশে স্থাপন করা হয়। এটি চলন্ত ট্রেনের নিচের যন্ত্রাংশের উচ্চ-রেজোলিউশনের ছবি ধারণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে কোনও ঝুলন্ত, আলগা বা অনুপস্থিত উপাদান সনাক্ত করে।

যদি কোনো অস্বাভাবিকতা শনাক্ত হয়, তাহলে সিস্টেমটি রিয়েল-টাইম সতর্কতা প্রেরণ করে যাতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়, একটি সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এই এমওইউটি রেলভবন এ সই করেন সুমিত কুমার, প্রকল্প ও উন্নয়ন পরিচালক, রেলওয়ে বোর্ড এবং জওহর লাল, জিএম (যান্ত্রিক),ডিএফসিসিআইএল।

এটি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ, যেখানে ডিএফসিসিআইএল চারটি এমভিআইএস ইউনিটের সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষণ ও কমিশনিং এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই প্রযুক্তি ভারতীয় রেলওয়ে কার্যক্রমের নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে বাড়াতে সহায়ক হবে, ম্যানুয়াল পরিদর্শনের প্রয়োজনে কমাবে এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা পরিষেবা বিঘ্ন প্রতিরোধ করবে।

মন্ত্রীসভা জানিয়েছে, "এই উদ্যোগ রেলওয়ে ব্যবস্থায় আধুনিক ও বুদ্ধিমান সিস্টেমগুলো পরিচয় করানোর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সই করার মাধ্যমে, আমরা রেল নিরাপত্তায় ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য নতুন সুযোগের দরজা খুলছি।"

এমভিআইএস প্রযুক্তি ট্রেনের নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি, ম্যানুয়াল পরিদর্শন কমাবে এবং পরিষেবা বিঘ্নের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করবে। এদিকে, ভারতীয় রেলওয়ে ২০২৫-২৬ (প্রথম ত্রৈমাসিক) অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টারে ৯,০০০ এরও বেশি নিয়োগপত্র

Jssai

কার্বনেটেড পানীয়ের ক্ষতিকর প্রভাব

কার্বনেটেড পানীয়ের ব্যবহার আজকাল বেড়েছে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এই পানীয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এটা গ্রহণ করা অস্বাস্থ্যকর। এই পানীয়গুলিতে সাধারণত বেশি পরিমাণে ক্যালোরি থাকে। এইসব পানীয়তে কোনও পুষ্টি নেই এবং কোন প্রকার ভিটামিন মিনারেলও থাকে না। এতে বেশি পরিমাণে চিনি. প্রক্রিয়াজাত রাসায়নিক এবং অ্যাসিডের উপস্থিতির কারণে, এটা পান করা স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

কার্বনেটেড পানীয় ব্যাবহারের ক্ষতিঃ

: টাইপ টু ডায়াবেটিস।
: ওবেসিটি।
: ওজন বৃদ্ধি।
* দাঁতের ক্ষয় সহ দাঁতের অন্যান্য রোগ।

কী কী করণীয়ঃ

* কার্বনেটেড পানীয় না খাওয়া।
* এর পরিবর্তে বাটারমিল্ক, ডাবের জল, চিনি ছাড়া সুদি ও পাতিলেবুর শরবত,
মুসাম্বি, তরমুজ ইত্যাদি তাজা ফলের রস পান করুন।
: তাজা ফলের রস পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

ICA/D-576/25

Society for Entrepreneurship Development (SOFED)

Notification

This is to inform all prospective applicants and existing candidates that due to recent technical glitch experienced with our online portal and the same was resolved immediately, the deadlines for submitting applications and uploading documents have been extended.
During the previous extension period for online applications under Recruitment Notification No. 01/2025-26 and document uploads for existing applicants under Recruitment Notification Nos 04/2024-25, 05/2024-25, and 02/2025-26, it is learnt that applicants encountered certain challenges.
Considering the exigency and in the interest of all applicants, the deadline for submission of new applications under Recruitment Notification No. 01/2025-26 (NHM Recruitment) and uploading of missing documents for existing applications under Notification Nos. 04/2024-25, 05/2024-25, and 02/2025-26 is hereby extended for an additional 10 days w.e.f. 14th July to 23rd July, 2025, up to 5:30 PM.
During this extended period, applicants can perform the following activities:
1. Submit fresh applications under Recruitment Notification No. 01/2025-26 (NHM Recruitment).
2. Upload missing documents for applications already submitted before June 5, 2025, under Recruitment Notification Nos. 04/2024-25, 05/2024-25, 01/2025-26, and 02/2025- 26. Please note that the text part of these applications cannot be edited.
It is also notified that no further extensions will be granted under any circumstances after this new deadline.
ICA/D-582/25

Member Secretary
Society for Entrepreneurship Development

NOTICE INVITING TENDER

The Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e-Tender from Original Equipment Manufacturers/Authorized Dealer for "Procurement of Single & Double Chamber Permanent Pacemakers for use in the Dept. of CTVS-IR, AGMC & GBP Hospital Agartala, West Tripura", subject to certain terms & conditions through E-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in (NIT also should publish in AGMC website www.agmc.ac.in). The Tender fee (non-refundable) and Earnest money (Refundable) are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal, any time before bid submission end date using either of the supported payment modes like net banking / debit card/credit card. Last date of submission is up to 30....0.7.../2025
• The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in
Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.
ICA/C/1396/25

Medical Superintendent
(H.O.D.) AGMC & GBP Hospital, Agartala.

আগামীকাল কেভাদিয়ায় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হবে, পৌরহিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

নতুন দিল্লি, ১১ জুলাই : কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়কে জোরদার করতে এবং বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, আগামীকাল ১২ জুলাই গুজরাটের কেভাদিয়ায় একটি জোনাল সভা আহ্বান করছে ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক। এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। এছাড়া থাকবেন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর এবং গুজরাট সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী ভানুবেন বাবারিয়া।

এই জোনাল সভায় অংশগ্রহণকারী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গোয়া, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ। সভায় এই রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী এবং উর্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। সভায় রাজ্যগুলির তরফে এ বিষয়ে গৃহিত সেরা অনুশীলনসমূহ, উদ্ভাবনী মডেল এবং মন্ত্রকের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে সফল হস্তক্ষেপের উপর একটি উপস্থাপনাও থাকবে, যা এই রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষা এবং অনুসরণকে উৎসাহিত করবে।

এই আঞ্চলিক সভাটিকে কেন্দ্র-রাজ্যগুলির মধ্যে একটি গঠনমূলক আলোচনা এবং অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কল্পনা করা হচ্ছে, যার লক্ষ্য হল মন্ত্রকের প্রধান প্রকল্পগুলি তথা - মিশন শক্তি, মিশন বাৎসল্য এবং সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০ -এর বাস্তবায়নকে জোরদার করা। মূল আলোচনায় পরিষেবা প্রদান, পোষণ ট্র্যাকারের মতো ডিজিটাল সরঞ্জামগুলির একীকরণ, ফেস রিকগনিশন সিস্টেম (এফআরএস) এর মতো উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তি-সক্ষম এবং সমন্বিত পরিষেবা প্রদান বৃদ্ধির কৌশলগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে, মন্ত্রক 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের অধীনে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচীরও আয়োজন করবে। প্রতিনিধিরা শিশু পুষ্টি উদ্যান, স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পরিদর্শন, নর্মদা আরতি এবং আলোক ও শব্দ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবেন, যা উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিকভাবে প্রোথিত এবং সমন্বিত পদ্ধতির প্রতি মন্ত্রকের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরবে।

'লুজ ফাস্ট্যাগ' রিপোর্টিং প্রক্রিয়া আরও কঠোর করলো এনএইচএআই, চালু হচ্ছে ব্ল্যাকলিস্টিং ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : ফাস্ট্যাগ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং টোল প্লাজাগুলিতে নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে 'লুজ ফাস্ট্যাগ' বা 'ট্যাগ-ইন-হ্যান্ড' সংক্রান্ত রিপোর্টিং প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করলো জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই)। টোল সংগ্রহকারী সংস্থা ও কনসেশনায়ারদের জন্য এই নীতিমালায় কড়াকড়ি আনা হয়েছে যাতে এমন ট্যাগগুলিকে দ্রুত রিপোর্ট ও ব্ল্যাকলিস্ট করা যায়। আগামী দিনে চালু হতে চলা বার্ষিক পাস সিস্টেম এবং মাল্টি-লেন ফ্রি ফ্লো টোলিং ব্যবস্থা মাথায় রেখেই এনএইচএআই এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

অনেক সময় গাড়ির মালিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাস্ট্যাগ গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে না লাগিয়ে হাতে বা অন্য কোথাও রেখে দেন। এতে করে টোল প্লাজায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। যেমন, লেন জ্যাম, ভুয়ো চার্জব্যাক, ক্লোজড-লুপ টোল ব্যবস্থার অপব্যবহার এবং সামগ্রিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটে। এতে সাধারণ যাত্রীদেরও হয়রানির মুখে পড়তে হয়। এনএইচএআই একটি নির্দিষ্ট ইমেল আইডি প্রদান করেছে, যেখানে টোল সংস্থা ও কনসেশনায়াররা লুজ ফাস্ট্যাগ সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে পারবেন। রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ট্যাগগুলি সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকলিস্ট করা হবে।

বর্তমানে দেশের ৯৮ শতাংশ গাড়ির মধ্যেই ফাস্ট্যাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিপুল ব্যবহার সত্ত্বেও 'লুজ ফাস্ট্যাগ' ব্যবহারের প্রবণতা ইলেকট্রনিক টোল ব্যবস্থার দক্ষতাকে হ্রাস করছে। এনএইচএআই-এর এই উদ্যোগ ফাস্ট্যাগ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। ফলে জাতীয় সড়কে ভ্রমণ হবে আরও আরামদায়ক ও সময়সাশ্রয়ী। টোল প্লাজাগুলিতে কোনওরকম সমস্যা এড়াতে ফাস্ট্যাগ যথাযথভাবে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছে এনএইচএআই।

প্রধানমন্ত্রী ১২ জুলাই রোজগার মেলার মাধ্যমে ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল ১২ জুলাই সকাল ১১ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত যুবকদের মধ্যে ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। অনুষ্ঠানে তিনি নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যও রাখবেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে একটি পদক্ষেপ হল রোজগার মেলা। এই রোজগার মেলা যুবসমাজকে তাদের ক্ষমতায়ন এবং জাতি গঠনে অংশগ্রহণের জন্য অর্থপূর্ণ সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সারা দেশে এখন পর্যন্ত রোজগার মেলার মাধ্যমে ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে।

আগামীকাল ১২ জুলাই ১৬তম রোজগার মেলা সারা দেশের ৪৭ টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। রোজগার মেলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক ও বিভাগগুলিতে নিয়োগ করা হবে। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ডাক বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক সহ অন্যান্য মন্ত্রক ও বিভাগগুলিতে যোগ দেবেন।

NOTICE INVITING TENDER

College of Agriculture, Tripura invites offline tender for repairing and re-filling of all types of fire extinguishers. The bid document are available in the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/. Last Date and time of submission of the quotation is 25.07.2025 upto 1500 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.
ICA/C/1401/25

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 08/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1.	Development of approach road & car parking area of Bagbassa 2000 MT Fertilizer Go Down at Bagbassa, North Tripura District.	08/EE/AGRI/NORTH/2025-26	Rs. 19,41,702.00	Rs. 38,834.04
2.	Repairing of Sub Seed Store at Bagbassa under Jubarajnagar Agri Sub-Division, North Tripura	12/EE/AGRI/NORTH/2025-26	Rs. 6,90,383 .00	Rs. 13,808.00
3.	Repairing of Sub Seed Store at Chandrapur under Kadamtala Agri Sub-Division, North Tripura	13/EE/AGRI/NORTH/2025-26	Rs. 7,46,843 .00	Rs. 14,937 .00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 22/07/2025 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 22/07/2025 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in
ICA/C/1400/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das] Executive Engineer (North) Department of Agriculture & F.W Dharmanagar, North Tripura

Press Auction Notice No.10/EE/DD/PWD(R&B)/2025-26
Dated. 09/07/2025.

The Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura on behalf of the Governor of Tripura, inviting offers for bids from intending purchasers in plain paper up to 3.00 PM on 16/07/2025 for sale of only "2 (Two) Nos unused old abandoned RCC framed structure quarter buildings attached to Sanicherra PHC under North Tripura District / Proposal for demolishing due to vulnerable condition thereof ". As is where is basis the offer should be under sealed cover super scribing the name of work.

Sl. No	Description of articles	Reserve Price	Earnest Money to be deposited
1.	2 (Two) Nos unused old abandoned RCC framed structure quarter buildings attached to Sanicherra PHC under North Tripura District /Proposal for demolishing due to vulnerable condition thereof (2nd Call).	Rs.1,72,353.00	Rs.3,447.00

TRAMS & CONDITION

1. The offer in sealed cover has to be dropped in the tender box fixed in the office chamber of the undersigned within prescribed time.
2. The earnest money mentioned above (Refundable) only in the shape of Demand Draft drawn in favour of the Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar North Tripura from a Nationalized Scheduled Bank Should be attached with the offer without which the offer will summarily be rejected.
3. The bidder has to quote his/her rate both in figures and words.
4. The highest bidder whose bid will be accepted should deposit the bid value within 7(Seven) days of acceptance of the offer.
5. After acceptance of the bid if the bidder fails to deposit the full amount of the bid, within 7(Seven) days his/her earnest money will be forfeited to the Govt.
6. The work should be completed within 30(Thirty) days from the date of issue of work order in all respect.
7. The auction materials will be allowed to be removed only after payment of bid money in full by the bidder in the shape of Demand Draft drawn in favour of the Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura from a Nationalized Scheduled. Bank in branch of RBI/ SBI.
8. During demolishing of the RCC structure, it is important to protect the surrounding with net, so that any accident will not make during execution of work from the debris.
9. As soon as the full amount is paid by the prospective buyer, it will be his duty responsibility to any damaged done by way of pilferage fire of any other unforeseen calamity and no claim on this account shall be entertained.
10. The buyer(s) / Auctioner(s) shall have to bid their auction in item rate BOQ along with documentary proof of nationality, Pan Card, GST Certificate, Labour License & Enlistment.
ICA/C/1387/25

Executive Engineer
Dharmanagar Division, PWD(R&B) Dharmanagar, Tripura (N)

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা ইলেকট্রিক কনজুমার্স এসোর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কাজের সন্ধান

উচ্চমাধ্যমিক পাশদের থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ৩,১৩১ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন অফিসে জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট, এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, ৮ সেপ্টেম্বর থেকে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা সহ সারা দেশে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের অফিসগুলিতে জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এগজামিনেশন, ২০২৫ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে মে মাসে। যোগ্যতা - উচ্চমাধ্যমিক পাশ। আগামী বছর যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, শর্তসাপেক্ষে তাঁরাও আবেদনের যোগ্য।

এককথায়, উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে বয়স ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হলে আবেদন করতে পারেন। দূরশিক্ষা বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট সময়কালে কোর্সটি ডিইসি-ইগনুর স্বীকৃত হলে আবেদন করতে পারবেন। আগামী বছর যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন, শর্তসাপেক্ষে তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। যোগ্যতা, বয়স সবই অর্জন করতে হবে ০১-০৮-২০২৫ তারিখের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা/বিবাহবিচ্ছিন্না/ ডিভোর্সী মহিলা প্রভৃতি প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৩০ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩২ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৭ বছর, বিধবা/ বিবাহ বিচ্ছিন্না/ ডিভোর্সী মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩৫ বছর। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (এলডিসি) ও জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেসিএ) পদের ক্ষেত্রে মূল মাইনে পে লেভেল ২ অনুযায়ী ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে মূল মাইনে লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা এবং লেভেল ৫ অনুযায়ী ২৯,২০০-৯২,৩০০ টাকা। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, গ্রেড-এ পদের ক্ষেত্রে মূল মাইনে লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। পদগুলো নন-টেকনিক্যাল গ্রুপ-সি ভুক্ত। শূন্যপদের সংখ্যা ১৬০০টি। এর মধ্যে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (এলডিসি) ও জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট (জেসিএ), ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, গ্রেড-এ পদের বিস্তারিত শূন্যপদের সংখ্যা ও বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। পরবর্তী সময়ে শূন্যপদের সংখ্যা আরও বাড়াতে পারে বলে এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে। নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। ডেটাএন্ট্রি অপারেটর পদে নিয়োগ হবে এইসব মন্ত্রক অফিসে: (এ) কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, (বি) মিনিস্ট্রি অফ অ্যাগ্রিকালচার, (সি) সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন, (ডি) সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, (ই) এসবের বাইরে অন্য কোনও ডিপার্টমেন্ট/অফিস।

এলডিসি নিয়োগ হবে দুটি গ্রুপে: (এ' গ্রুপ) (এ) আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়ার্টাস ক্ল্যারিক্যাল সার্ভিসেস লোয়ার ডিভিশন গ্রেড (বি) ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, (সি) ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, (ই) কোস্ট গার্ড, নিউ দিল্লি, (জি) ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (বি), গ্রেড-ফোর, (এইচ) সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইভেস্টিগেশন, (আই) অফিস অফ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ অ্যাকাউন্টস, (জে) মিনিস্ট্রি অফ পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স, (কে) প্রেসিডেন্ট 'স সেক্রেটারিয়েট, (এল) সেন্টাল ভিজিল্যান্স কমিশন, (ও) ওপরের উল্লেখের বাইরে যে-কোনও অফিস। এলডিসির 'ওয়াই' গ্রুপের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে রাজ্যে-রাজ্যে অবস্থিত ওপরের অফিসগুলির, তাছাড়া রাজ্যে-রাজ্যে অবস্থিত সিএজিআইয়ের অফিস, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (অডিট), অ্যাকাউন্টস জেনারেল (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট), কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস, এসবের বাইরে রাজ্যে-রাজ্যে অবস্থিত যে-কোনও কেন্দ্রীয় অফিস। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আগের থেকে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের কললেটার, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডরি লেভেল এগজামিনেশন, ২০২৫'-এর মাধ্যমে পরীক্ষায় থাকবে কম্পিউটার ভিত্তিক দুটি পর্ব। প্রথম পর্ব ৮ সেপ্টেম্বর থেকে। তবে কাঁর কবে পরীক্ষা তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪ পেপার, প্রতিটিতে ২৫টি প্রশ্ন, ৫০ নম্বর। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.৫০ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ২ নম্বর খোয়াতে হবে। ৬০ মিনিটের পরীক্ষা, লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট ২০ মিনিট সময় অতিরিক্ত পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায়। কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষার ফল বেরোলে সফল প্রার্থীরা তার দুয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্ব বা টাইপিং টেস্ট বা স্কিল টেস্টে ডাক পাবেন। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে এবং সফল প্রার্থীদের ফোনে এবং মেইলে জানানো হবে। টাইপ টেস্টে কম্পিউটারেপ্রতি মিনিটে অন্তত ৩০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা দেখাতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * স্টেট ব্যাঙ্কে **পি.ও বা প্রবেশনারি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **প্যারামেডিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি. ফার্মা, প্যারামেডিকেল কোর্স পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিফিক অফিসার, স্পেশালিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অধীনে **আইসিডিএস সুপারভাইসর, ট্যাক্স সুপারিনটেনড্যান্ট, স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান নেভিতে **এমটিএস, স্টাফ নার্স, চার্জম্যান, স্টোরকীপার, ফায়ারম্যান, ট্রেডসম্যান, ফার্মাসিস্ট, সিভিলিয়ান স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, লিখিত/ কারিগরি পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সমূহে **পি.ও বা অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,২০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৭ আগস্ট থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সমূহে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ অক্টোবর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। । * কোস্ট গার্ডে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **পি.ও বা প্রবেশনারি অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্যারামেডিক্যাল স্টাফ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি. ফার্মা, প্যারামেডিকেল কোর্স পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর (কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিফিক অফিসার, স্পেশালিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ৩০-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আইসিডিএস সুপারভাইসর, ট্যাক্স সুপারিনটেনড্যান্ট, স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর (রাজ্য সরকার),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ রাজ্যের ৬টি শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (কেন্দ্রীয় সরকার)**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, স্টাফ নার্স, চার্জম্যান, স্টোরকীপার, ফায়ারম্যান, ট্রেডসম্যান, ফার্মাসিস্ট, সিভিলিয়ান স্টাফ (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ১১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
উপযুক্ত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
লিখিত/ কারিগরি পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫,২০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৭ আগস্ট থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রি.বিএসসি, বিই, বিটেক, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ অন্যান্য শহরে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৭ অক্টোবর থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের অন্যান্য শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, যে-কোনও ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু ইন্ডিয়ান নেভিতে ১১১০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান নেভিতে গ্রুপ-সি সিভিলিয়ান পদে বিশেষ করে এমটিএস, এলডিসি, টাইপিস্ট, স্টোরকীপার, স্টেনো, হাউজকিপিং স্টাফ, মেস্ স্টাফ, কুক, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশদেরও আবেদনের সুযোগ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর, আবার ২০-৪৫ বছর। (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ইন্ডিয়ান নেভিতে গ্রুপ-সি সিভিলিয়ান পদে বিশেষ করে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, টাইপিস্ট, স্টোরকীপার, স্টেনো, হাউজকিপিং স্টাফ, মেস্ স্টাফ, কুক, ফায়ারম্যান, সাফাইওয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত তরুণ-তরুণীদের থেকে ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, ভারতীয় নৌ বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এই শূণ্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগ হবে সারা দেশ জুড়ে ইন্ডিয়ান নেভির বিভিন্ন ইউনিটে বা কমান্ডে। শূন্যপদগুলি হল —

ক্রমিক নং (১) পদের নাম ঃ স্টাফনার্স ঃ শূন্যপদ ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) পদের নাম ঃ চার্জম্যান ঃ শূন্যপদ ১১১টি। এর মধ্যে ৪৯টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ৯টি, এসটি-র জন্য ৯টি, ওবিসি-র জন্য ২৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১৯টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) পদের নাম ঃ চার্জম্যান, ইলেকট্রিক্যাল ঃ শূন্যপদ ১৯টি। এর মধ্যে ১২টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ১টি, এসটি-র জন্য ০টি, ওবিসি-র জন্য ৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) পদের নাম ঃ চার্জম্যান, মেকানিক্যাল ঃ শূন্যপদ ১১টি। এর মধ্যে ৫টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ২টি, এসটি-র জন্য ১টি, ওবিসি-র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) পদের নাম ঃ চার্জম্যান, মেটাল ঃ শূন্যপদ ২১টি। এর মধ্যে ৯টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ৩টি, এসটি-র জন্য ১টি, ওবিসি-র জন্য ৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) পদের নাম ঃ ফায়ারম্যান ঃ শূন্যপদ ৯০টি। এর মধ্যে ৪৩টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ১৫টি, এসটি-র জন্য ৬টি, ওবিসি-র জন্য ১৮টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৮টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) পদের নাম ঃ স্টোরকীপার ঃ শূন্যপদ ১৭৬টি। এর মধ্যে ৭২টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ২৬টি, এসটি-র জন্য ১৩টি, ওবিসি-র জন্য ৪৭টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১৮টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) পদের নাম ঃ মোটর ড্রাইভার ঃ শূন্যপদ ১১৭টি। এর মধ্যে ৫১টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ২৩টি, এসটি-র জন্য ১০টি, ওবিসি-র জন্য ২১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১২টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) পদের নাম ঃ ট্রেডসম্যান মেট ঃ শূন্যপদ ২০৭টি। এর মধ্যে ৮৮টি অসংরক্ষিত, এসসি-র জন্য ৩৩টি, এসটি-র জন্য ১৭টি, ওবিসি-র জন্য ৫০টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১৯টি পদ সংরক্ষিত। এধরনের পেস্ট কন্ট্রোল ওয়ার্কার, টেলর, এমটিএস, ড্রেসার, ধোবি, বার্বার, মালি, ট্রেডসম্যান মেট, টার্ণার ইত্যাদি সমস্ত পদের বিস্তারিত বিবরণ যেমন, পদের নাম, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা, বেতনক্রম ইত্যাদি আরো বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে দেখে নিতে হবে।

প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৮-০৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর, কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে ২০-৪৫ বছর। ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৩ বছরের, তফশিলি জাতি / উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে ৫ বছরের এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১০ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আগের থেকে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ১৮ জুলাই। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। যোগ্য প্রার্থীদের কললেটার, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না।

ত্রিপুরায়ও নিয়োগ, আগরতলায় পরীক্ষা গ্র্যাজুয়েটদের ব্যাঙ্কে চাকরির দারুন সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সমূহে ইতোমধ্যে ৬,৫২৫ অফিসার নিয়োগের তিনটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার, স্পেশালিস্ট অফিসার, এগ্রি ফিল্ড অফিসার পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরী পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় পি.ও, এস.ও, এ.এফ.ও পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৮টি ব্যাঙ্কের ৬,৫২৫টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ৮ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্দের ধারণা। এককথায়, প্রবেশনারি অফিসার পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। ঘোষিত ৫,২০৮টি পি.ও পদের মধ্যে ২২০৪টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, ওবিসি, এসসি ও এসটি প্রত্যেক প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৭৮২টি পদ এসসি বা তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য, ৩৬৫টি পদ এসটি বা তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য এবং ১৩৩৭টি পদ ওবিসি'র জন্য এবং ৫২০টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। মোট শূন্যপদের মধ্যে ২৩১টি পদ আবার শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। একইভাবে ১৩১৭টি এস.ও পদের বিস্তারিত বিভাজন জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ০১-০৭-২০২৫ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। সেপ্টেম্বরে অথবা অক্টোবরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে। তবে কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই নূন্যতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায়। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র ওয়েবসাইটে পাবেন।

শুক্রবার টিওয়াইএফের উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তরের একে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

উপাচার্যরা ভারতের বৌদ্ধিক ভবিষ্যতের দিশারী : ড. সুকান্ত মজুমদার

কেভাড়িয়া(গুজরাট), ১১ জুলাই : শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে ১০-১১ জুলাই কেভাড়িয়া, গুজরাটে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের দু'দিনব্যাপী সম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, শিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যগণ। সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, উপাচার্যরা ভারতের বৌদ্ধিক ভবিষ্যতের দিশারী। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সর্দার প্যাটেল ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গিই আজ জাতীয় শিক্ষা নীতি(এনইপি) ২০২০-র ভিত্তি, যা ভারতীয় মূল্যবোধে শিকড় গেড়ে রেখে ভারতীয় শিক্ষাকে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্য নিয়েছে।

ড. মজুমদার জানান, উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ২০১৪-১৫ সালে ১.৫৭ কোটি থেকে ২০২১-২২ সালে ২.০৭ কোটিতে পৌঁছেছে, যা ৩২ বৃদ্ধি। তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি-সমন্বিত শিক্ষা দ্রুততর হ ে য . ে ছ এসডব্লিউএওয়াইএএম-এর মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। বর্তমানে ২৯৫টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এসডব্লিউএওয়াইএএম-এর মাধ্যমে ৪০ পর্যন্ত একাডেমিক ক্রেডিট অনুমোদন করছে এবং বছরে প্রায় ৯ লক্ষ সার্টিফিকেট ইস্যু হচ্ছে। এনইপি ২০২০-র আওতায় জেইই, নিট ও সিইউইটি এখন ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬-এ ভারতের ৫৪টি প্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে, যা ২০১৫-র তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। এছাড়া, একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট (এবিসি)-এ ২.৭৫ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী নিবন্ধিত এবং ১৬৬৭টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুক্ত, যার অনেকগুলি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ড. মজুমদার আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এনইপি ২০২০ শুধুমাত্র সংস্কার নয়, বরং ভারতীয় শিক্ষায় এক নবজাগরণ, যা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক চিন্তায় সক্ষম করে তোলে, আবার ভারতীয় সভ্যতার মূলে স্থিত থাকে। তিনি উপাচার্যদের এনইপি ২০২০-র দ্রুত বাস্তবায়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন শক্তিশালীকরণ, শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সাম্য ও উৎকর্ষকে মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের আহ্বান জানান।

সমাপনী অধিবেশনে উচ্চশিক্ষা সচিব ড. বিনীত জোশী বলেন, এনএইচকিউএফ, এনসিআরএফ এবং চার-বছর মেয়াদি স্নাতক কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুধুমাত্র নীতিগত অগ্রাধিকার নয়, এটি একটি কাঠামোগত পরিবর্তন। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করতে পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি ও ইন্টার্নশিপ বাস্তব দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এসডব্লিউএওয়াইএএম ও এপিএএআর-এর মতো প্ল্যাটফর্মকে শিক্ষার মূল ধারায় আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নমনীয়তা, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও নাগরিক-কেন্দ্রিকতা আনতে হবে। সামর্থ-এর মতো টুলস এই রূপান্তরের সহায়ক। উচ্চশিক্ষায় সাম্য ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে ভর্তি থেকে শিক্ষক বৈচিত্র্য ও ক্যাম্পাস পরিবেশ পর্যন্ত।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্র ও ভারতীয় ভাষা শুধু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়, একাডেমিক শক্তি ও পরিচয়ের উৎস। লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ, জ্ঞান ক্লাব, ভাষা ল্যাব ও উদ্ভাবনী ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 'বিকসিত ভারত ২০৪৭'-এর জন্য কৌশলপত্র প্রস্তুত করবে। কৌশলপত্রে বহুমাত্রিক বিষয় সংহতি, ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভিসি সম্মেলন আয়োজনের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল উপাচার্যদের মধ্যে এনইপি ২০২০-র মূল স্তম্ভ অ্যাক্সেস, সাম্য, গুণমান, সাশ্রয় ও দায়বদ্ধতানিয়ে আলোচনা, যা তারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এনইপি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে ভাগ করে নেন। দুই দিনের এই সম্মেলনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, অসম বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ইগনু, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, হেমবতী নন্দন বহুগুণ গঢ়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস, সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ও কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান-সহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১০ জুলাই সকালের যোগাসন দিয়ে শুরু হওয়া এই সম্মেলন এনইপি ২০২০-র মূল ভাবনা শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয়ে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রতিফলিত করে।

আন্দামান ও নিকোবর উপকূলে মার্কিন নৌযান 'সি এঞ্জেল' থেকে দুই নাবিককে উদ্ধার করলো ভারতীয় কোস্ট গার্ড

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ইন্দিরা পয়েন্ট থেকে প্রায় ৫২ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রে বিপদে পড়া একটি মার্কিন পালতোলা নৌযান 'সি এঞ্জেল'-এর দুই নাবিককে সফলভাবে উদ্ধার করলো ভারতীয় কোস্ট গার্ড(আইসিজি)। গত ১০ জুলাই ঘন ঘোর সমুদ্র ও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এই উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। নৌযানটিতে থাকা দুইজন ক্রু সদস্য মারাত্মক পরিস্থিতিতে পড়ে যান, কারণ পাল ছিঁড়ে যায় এবং প্রপেলারটিতে জাল জড়িয়ে যাওয়ায় নৌযানটি চলাচলে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে।

দুর্য্যোগ সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এমআরসিসি পোর্ট ব্লেয়ার আশেপাশের সকল বাণিজ্যিক জাহাজকে সতর্ক করে ও উদ্ধার সমন্বয় প্রক্রিয়া শুরু করে। এরপর আইসিজি জাহাজ 'রাজবীর'-কে পাঠানো হয় দুর্গত স্থানে। রাজবীর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করে। চরম প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও নাবিকরা নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা যায়।

১১ জুলাই সকাল নাগাদ ভারতীয় কোস্ট গার্ড নৌযানটিকে নিরাপদে টেনে ক্যাম্পবেল বে বন্দরে নিয়ে আসে। ভারতীয় কোস্ট গার্ডের এই তৎপর ও দক্ষ উদ্ধার অভিযান আন্তর্জাতিক মানের মানবিক দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১ আগস্ট থেকে কানাডার উপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন ১ আগস্ট থেকে কানাডা থেকে আমদানিকৃত সব পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তিনি এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কানাডা যথাযথভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল প্রবাহ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ট্রাম্প এই ঘোষণাটি একটি চিঠির মাধ্যমে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনিকে জানিয়েছেন, যা তিনি নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। চিঠিতে ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, যদি কানাডা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহলে এই শুল্কহার আরও বাড়ানো হতে পারে।

তবে আলোচনার সম্ভাবনার কথাও রেখেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''যদি কানাডা আমার সঙ্গে ফেন্টানিল প্রবাহ বন্ধ করতে কাজ করে, তাহলে হয়তো এই চিঠি সংশোধন করে শুল্কহার নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে।'' তিনি আরও জানান, দুই দেশের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এই শুল্কহার বাড়ানো বা কমানো হতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিল প্রবেশের বেশিরভাগ অংশই মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে আসে, কানাডা নয়এমন তথ্য বিভিন্ন তদন্তে উঠে এসেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প একাধিক দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করে বাণিজ্য যুদ্ধ আরও তীব্র করেছেন। কানাডার পাশাপাশি জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ওপরও নতুন শুল্ক বসানো হয়েছে। আমদানি করা তামার ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি।

একটি আলাদা সাক্ষাৎকারে এনবিসি নিউজকে ট্রাম্প জানান, অন্যান্য দেশগুলোর ওপরও ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে, তাদের বাণিজ্য নীতি ও নিরাপত্তা সহযোগিতার ভিত্তিতে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির অধীনে কানাডার অনেক পণ্য এই ধরণের শুল্ক থেকে ছাড় পেয়েছিল। তবে নতুন শুল্ক কার্যকর হলে সেই ছাড় বহাল থাকবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনি এখনো এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস: মাতৃ ও শিশুসুস্থতার জন্য পরিকল্পিত গর্ভধারণ অপরিহার্য : নাড্ডা

নয়া দিল্লি, জুলাই : মাতৃ এবং শিশুসুস্থতা নিশ্চিত করতে পরিকল্পিত গর্ভধারণ অপরিহার্য। প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এবছরের থিম ছিল "মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য গর্ভধারণের সঠিক সময় এবং ব্যবধান। আজ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে একথা বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডা।

নাড্ডা বলেন, "বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস একটি প্ল্যাটফর্ম যা পারিবারিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করে।" তিনি আরও যোগ করেন, "এবছরের থিমটি মাতৃ ও শিশুসুস্থতার জন্য পরিকল্পিত গর্ভধারণের গুরুত্ব তুলে ধরে।"

এছাড়াও, নাড্ডা এই বছরকের স্লোগানটির ওপর গুরুত্ব দেন,মা হওয়ার সঠিক সময় তখনই, যখন শরীর এবং মন প্রস্তুত থাকে। তিনি বলেন, এই স্লোগানটি শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতির মাধ্যমে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের বিষয়ে সচেতন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব বোঝায়।"

নাড্ডা বলেন, "সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো, যেমন আয়ুষ্মান অরোগ্য মন্দির, দেশে পারিবারিক পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছে। এই কেন্দ্রগুলি পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়ন করছে এবং একটি সুস্থ ভারতের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।"ভারত বর্তমানে ১.৪৬ বিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ, চীনের পর।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এর নির্বাহী পরিচালক পুনম মুত্রেজা বলেন, এই আলোচনা সংখ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে নারীর ক্ষমতায়নের দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। ভারতের জনসংখ্যা সংকটের গল্প নয়, সম্ভাবনার গল্প, যদি আমরা নারী, তরুণ প্রজন্ম এবং বৃদ্ধ জনগণের চাহিদার দিকে নজর দিই," মুত্রেজা বলেন।

প্রজনন হার কমে যাওয়া প্রসঙ্গে মুত্রেজা বলেন, "ফোকাস হওয়া উচিত গুণগত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং চাকরি সৃষ্টির ওপর। প্রকৃত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রজনন সিদ্ধান্তে জোর করে হস্তক্ষেপে নয়, বরং বিশেষ করে নারীদের শরীর এবং জীবন সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে ক্ষমতায়নে আসে।"

তিনি নীতি এবং কর্মসূচি তৈরি করতে সময়োপযোগী দায়িত্ব, লিঙ্গ সমতা এবং প্রজনন স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন।

শুভাংশু শুক্লা ১৪ জুলাই পৃথিবীতে ফিরে আসার যাত্রা শুরু করবেন: অ্যাক্সিওম স্পেস

নয়াদিল্লি: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থানরত ভারতীয় মহাকাশচারী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামী ১৪ জুলাই পৃথিবীতে ফেরার যাত্রা শুরু করবেন বলে জানিয়েছে অ্যাক্সিওম স্পেস।

শুক্লা সহ আরও তিনজনপেগি হুইটসন, স্লাভোস উজনানস্কি-ভিসনিয়েভস্কি এবং টিবর কাপুস্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযানে মহাকাশযানে আইএসএস-এর হারমনি মডিউলের স্পেস-ফেসিং পোর্ট থেকে আনডক করে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

অ্যাক্সিওম স্পেস এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, "অ্যাক্স-৪ মিশনের ক্রু ১৪ জুলাই (সোমবার) সকাল ৭:০৫ (ইটি), অর্থাৎ ভারতীয় সময় বিকেল ৪:৩৫-এ আনডক করার কথা রয়েছে।"

আনডক করার কয়েক ঘণ্টা পর প্রশান্ত মহাসাগরের ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে তাদের স্প্ল্যাশডাউন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নাসা-র কমার্শিয়াল ক্রু প্রোগ্রাম-এর ম্যানেজার স্টিভ স্টিচ জানান, ''আমরা অ্যাক্সিওম৪ -মিশনের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা চাই জুলাই ১৪-এ এই মিশন আনডক হোক।''

আইএএফ-এর গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুক্লা একটি ১৪ দিনের মিশনে জ্জছছ-এ রয়েছেন। তিনি হলেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী, যিনি জ্জছছ-এ গিয়েছেন এবং ১৯৮৪ সালে উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মার পর মহাকাশে পা রাখা দ্বিতীয় ভারতীয়। এই মিশনে শুক্লা ভারত-কেন্দ্রিক ৭টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়েছেন, যা দেশের গগনযান কর্মসূচির জন্য একটি বড় অগ্রগতি। পরীক্ষাগুলোর মধ্যে ছিল মহাকাশে পেশি ক্ষয়ের প্রভাব, ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস বিকাশ, মুগ ডাল ও মেথি বীজ অঙ্কুরোদ্গমের পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। তিনি কেরল ও লখনউয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেন এবং তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে যেমনমহাকাশচারীরা কী খান, কীভাবে ঘুমান এবং অসুস্থ হলে কী হয়।

শুক্লা ছাত্রদের বলেন, "মহাকাশে আসা আসলে মজার অভিজ্ঞতা, কারণ এখানে মেঝে বা ছাদ বলে কিছু নেই। আপনি যদি আইসিসি-এ আসেন, দেখবেন কেউ দেয়ালে ঘুমাচ্ছে, কেউ ছাদে।"

কেরালার সরকারি কোয়ার্টারে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার

থিরুভানন্তপুরম, ১১ জুলাই : শুক্রবার কেরালার রাজধানী থিরুভানন্তপুরমে এক মন্ত্রীদপ্তরের কর্মকর্তা সরকারি কোয়ার্টারে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। নিহত ব্যক্তির নাম বিজু, যিনি রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী ভি. আব্দুরাহিমানের অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, বিজু সাধারণত প্রতিদিন সময়মতো অফিসে আসতেন, কিন্তু এদিন তিনি অফিসে আসেননি। তার সহকর্মীরা তাকে ফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। এরপর বিজুর অফিস সহকর্মীরা তার সরকারি কোয়ার্টারে পৌঁছান, যেখানে তারা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান এবং বহুবার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও কোনো উত্তর মেলেনি। এর পর তারা পুলিশে খবর দেন।

পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরে বিজুকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, বিজু, যিনি উইয়ানাদ জেলার বাসিন্দা, তার স্ত্রী ওই রাতেই শহর ছেড়ে উইয়ানাদ চলে গিয়েছিলেন।

তবে, আত্মহত্যার কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে কোনো সুইসাইড নোট উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

এটি প্রতিবেদন করা হয়েছে যে বিজুর কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে তিনি বিষন্ন ছিলেন, তবে তার অফিস সংক্রান্ত কোনো সমস্যার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

শরীরটি থিরুভানন্তপুরম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হবে এবং ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশের তদন্তে গতি আনা হবে।

ময়না তদন্তের পর নিহতের মৃতদেহ বিজুর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যারা তা নিয়ে তাদের জন্মস্থান উইয়ানাদে নিয়ে যাবে।

প্রথমত, পুলিশ বিজুর ফোন কলের বিস্তারিত পর্যালোচনা করবে এবং তারপর তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করছে।

রাহুল গান্ধীর সমাবেশের দিন ধর্মঘট স্থগিত করায় জন্য যান চালকদের বিক্ষোভ, উদ্বেগ প্রকাশ পরিবহনমন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ১১ জুলাই : ওড়িশার পরিবহন মন্ত্রী বিভূতি ভূষণ জেনা চালকদের চলমান ধর্মঘট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই চালকদের দাবি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, তাই এই মুহূর্তে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে দেওয়া এক বার্তায় মন্ত্রী জেনা বলেন, "সরকার চালকদের দাবি নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনায় বসেছে এবং সেগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে ধর্মঘটের কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র কংগ্রেস নেতার একটি কর্মসূচির জন্য ধর্মঘট শিথিল করার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়, যা সাধারণ চালকদের বিভ্রান্ত করছে।"

পরিবহন মন্ত্রীর এই মন্তব্য এসেছে ওড়িশা ড্রাইভার মহাসঙ্ঘের সভাপতি প্রশান্ত মেন্দুলির একটি আহ্বানের প্রেক্ষিতে। বৃহস্পতিবার তিনি রাজ্যের ধর্মঘটরত সকল চালককে অনুরোধ করেন যেন কংগ্রেস কর্মীদের বহনকারী গাড়িগুলিকে রাহুল গান্ধীর সমাবেশে যোগ দিতে পথে কোনো বাধা সৃষ্টি না করা হয়।

চালকদের এই আশ্বাসের পর, ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভক্ত চরণ দাস চালকদের আন্দোলনে ব্লক ও জেলা স্তরে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

পরিবহন মন্ত্রীর মতে, কংগ্রেস নেতার সমাবেশ উপলক্ষে আন্দোলন শিথিল করাটা চালকদের দাবিকে রাজনৈতিক রঙ দিচ্ছে, যা সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে ভুল বার্তা পাঠাতে পারে।

তিন দফতরের দায়িত্বে

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। ইতিপূর্বে ওই তিনটি দফতর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছিল। আজ থেকে কিশোর বর্মণ ওই দফতরগুলির দায়িত্ব সামলাবেন। তাঁকে দেওয়া তিনটি দফতরই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তিনি জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে যে দফতরের দায়িত্ব দেবেন তা তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে পালন করবেন। সম্প্রতি, রথ উৎসবে গিয়েও তিনি একই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।

মাছ ধরতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

প্রায় আধঘন্টা পর উদ্ধার করেছে সঞ্জিতকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিশোরের অকাল প্রয়াণে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ব্যবসায়ীর বাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

মালিকের অভিযোগ ওই যুবকই চুরিকান্ডের সঙ্গে জড়িত। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত করে একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নিজ ঘর থেকে মহিলার

● প্রথম পাতার পর

এই মহিলা। আগের দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে তার ভাই নিয়ে পালিয়ে যায়। তার তৃতীয় স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও মোহনপুর সব্যসাচী দেবনাথ,ওসি লেফুঙ্গা সহদেব দাস, বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বামুটিয়া ফাঁড়ির সেকেন্ড অফিসার জানান মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না আসলে কি হয়েছিল।

সাব্রুম-বৈষ্ণবপুর রাস্তার

● প্রথম পাতার পর

তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারি সংস্থা এরকম নিম্নমানের কাজ করলেও দপ্তর নিশ্চুপ। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক, দাবি স্থানীয়দের।

বিকশিত ভারত গঠনে

● প্রথম পাতার পর

কে জন। সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড. সুদীপ্তা সিনহা। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

উপকৃত হবেন গ্রাহক

● প্রথম পাতার পর

টাইম ব্যবহার তথ্য থাকবে, ফলে ম্যানুয়াল মিটার রিডিংয়ের প্রয়োজন পড়ে না। স্মার্ট মিটার পোস্টপেইড ও প্রিপেইড উভয় ধরণের বিলিং সমর্থন করে, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহার নিরীক্ষণ, এবং দ্রুত ত্রুটি শনাক্তকরণের সুবিধা দেয়ও প্রদান করে।

তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যেই মন্ত্রী, বিধায়ক ও উচ্চপদস্থ আমলাদের সরকারি কোয়ার্টার ও বাসভবনে স্মার্ট মিটার বসানো শুরু হয়েছে। মোট লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৬ লাখের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮৮,৭৪৮টি মিটার বসানো হয়েছে। এই প্রকল্পটি প্রায় ৬০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো বলেন, এই উদ্যোগটি শীর্ষ স্তর থেকে স্মার্ট গ্রিড রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি এবং জনগণের মধ্যে আস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। এর আরো একটি বড় সুবিধা হলো রিয়েল-টাইম এনার্জি মনিটরিং, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং সেই ডেটা কন্টোল রুমে বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠানো হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে বকেয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানান, বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত বাংলাদেশের যত বকেয়া টাকা ছিল সবগুলি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধুমাত্র লেট পেমেন্ট ফি বাবদ ১২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে বাংলাদেশের।

শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমে মেয়র দীপক মজুমদারের পৌরহিত্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৪ বছরে ২৫,০০০ একর জমি দখলমুক্ত : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তা বিশ্ব শর্মা

গৌহাটি, ১১ জুলাই : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন যে, রাজ্যে দখলদারদের বিরুদ্ধে পদচারণা অব্যাহত থাকবে। তিনি জানান, গত ৪ বছরে ২৫,০০০ একর জমি দখল মুক্ত করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে এক ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শর্মা। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে অসম সরকার গত চার বছরে হাজার হাজার বিঘা জমি দখলমুক্ত করেছে। আমার মতে, এটি ২৫,০০০ একরের বেশি। এটি একটি বিশাল পরিমাণ।'

শর্মা আরও জানান যে, আগামী শনিবার গোলপাড়া এলাকায় আবারও একটি দখল মুক্ত অভিযান হবে, যেখানে বনভূমি থেকে অবৈধ দখলদারদের সরানো হবে।

'গোটা রাজ্যে ৪ বছরে হাজার হাজার বিঘা জমি আমরা দখলমুক্ত করেছি। আমাদের হাতে এখন ২৫,০০০ একরেরও বেশি জমি আছে। আগামী সপ্তাহে আমি একটি প্রেস মিট করব, যেখানে আমরা ২০২১ সালের মে মাসে আমার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সমস্ত পদচারণার তথ্য প্রদান করব,' বলেন শর্মা।

গোলপাড়ায়, জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে, তারা পৈকান রিজার্ভ ফরেস্টের ১,০৪০ বিঘা জমি দখলমুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে, যা ১, ০৮০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করবে।

শর্মা বলেন, "সরকার উচ্ছেদ হওয়া মানুষের জন্য জমির অধিকার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তবে শর্ত হল তারা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তাদের নিজেদের জায়গায় জমিহীন হতে হবে, উচ্ছেদের জায়গায় নয়।" তিনি আরও দাবি করেন, সাধারণত খুব কম মানুষই উচ্ছেদের পর জমির অধিকার দাবি করতে এগিয়ে আসে।

লখিমপুরে এর আগের মাসে হওয়া উচ্ছেদ অভিযান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সৃভূমি, সাউথ সালমারা-মানকাচর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুপ্রধান এলাকাগুলি থেকে মানুষরা উত্তর অসমে আসছিল। এটি একটি বড় ষড়যন্ত্র ছিল, যাতে লখিমপুরের জনসংখ্যার গঠন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছিল।' তিনি আরও দাবি করেন, 'বিজেপি না থাকলে, জনসংখ্যার গঠন পুনরুদ্ধার সম্ভব হতো না। আমরা এমন অনেক জায়গায় জনসংখ্যার গঠন পুনরুদ্ধার করেছি যেখানে উচ্ছেদ অভিযান হয়েছে।' শর্মা আরও বলেন, 'ধুবরি শহরে হিন্দুরা এখন সংখ্যালঘু।' তিনি অভিযোগ করেন, 'বরপেটার বাঘবাড়ি থেকে ১০,০০০-১২,০০০ মানুষ ধুবরি শহরে চলে এসেছে এবং জনসংখ্যার গঠন পরিবর্তন করেছে।'

গোলপাড়া এলাকায় একটি ২০০-৩০০ বছরের পুরনো মন্দির রয়েছে, কিন্তু এলাকাটিতে হিন্দুরা এখন সংখ্যালঘু, এমনটাই মন্তব্য করেন শর্মা। মঙ্গলবার, চপাড় সার্কেলের চরুয়া বাকরা, চিরাকুটা এবং সন্তোষপুর গ্রামে প্রায় ৩,৫০০ বিঘা জমি উচ্ছেদ করা হয়, যাতে আদানি গ্রুপকে একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য জমি দেওয়া হয়। উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে, দখলদাররা এক্সকাভেটরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং পুলিশকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে, যার ফলে নিরাপত্তা বাহিনী লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিকিমের নতুন পর্যটন গন্তব্য হিসেবে সোরেং এবং ইয়াংগাং-এর উন্মোচন টিটিএফ কলকাতায়

কলকাতা: সিকিম পর্যটন বৃহস্পতিবার কলকাতার ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার ২০২৫-এ দুটি নতুন পর্যটন গন্তব্যসোরেং এবং ইয়াংগাং-এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছে। এই উদ্যোগটি সিকিমের পর্যটন খাতের সম্প্রসারণ এবং হিমালয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভ্রমণকে প্রচার করার লক্ষ্যে সরকারের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সোরেং ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ইয়াংগাং ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কমিটি, এবং সিকিম সরকার পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোরেংয়ের গ্রামীণ পর্যটন আকর্ষণ এবং ইয়াংগাংয়ের আধুনিক পর্যটন সুবিধা প্রদর্শিত হয়। ইয়াংগাংয়ের নতুন রোপওয়ে এবং আগামি আকাশপথ (স্কাইওয়াক) প্রজেক্টকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

এছাড়া, সিকিম ইনস্পায়ার্স নামে একটি বিশ্বব্যাংক সমর্থিত প্রকল্পও এই উদ্যোগকে সহায়তা করেছে। প্রকল্পটি বিশেষভাবে মহিলাদের এবং যুবকদের জন্য পর্যটন খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মাধ্যমে জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি করতে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিকিমের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যেমনএমএলএ ও ডেপুটি স্পিকার রাজকুমারি থাপা, এমএলএ সোরেং-চাকুঙ আদিত্য গোলাই, এমএলএ মানেবুং-ডেন্টাম, পর্যটন পরামর্শক সুদেশ কুমার সুব্বা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব বিকাশ বাসনেট, এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মা সুব্বা।

এমএলএ রাজকুমারি থাপা ইয়াংগাং-এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "ইয়াংগাং হতে পারে সিকিম পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ, যেখানে নতুন আকাশপথ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।"

এমএলএ আদিত্য গোলাই সোরেংয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বলেন, "এটি স্লো ট্র্যাভেল-এর আদর্শ গন্তব্য হতে পারে। এই মুহূর্তে গ্রামীণ পর্যটনে মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে, যাতে আমাদের সম্প্রদায়ের গল্প বিশ্বব্যাপী শোনানো যায়।"

দু''জনেই মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর প্রশংসা করেন, যিনি স্থানীয় সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন এবং টেকসই পর্যটন প্রচারের জন্য উদার নীতি গ্রহণ করেছেন।

রাজনৈতিক সচিব বিকাশ বাসনেট এই ঘটনাকে সিকিমের পর্যটন উন্নয়নের একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন এবং সরকারের টেকসই উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পর্যটন কৌশলবিদ রোবিন বাসনেট ব্র্যান্ডিং, গ্রামীণ পর্যটন এবং গন্তব্য প্রচারের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। এই সেশনটি শিল্প অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং সিকিমের পর্যটন বিষয়ে ভবিষ্যতবাণীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আরও দৃঢ় করেছে।

সিকিমের সোরেং এবং ইয়াংগাং-এর ওপর আলোকপাত করে, টিটিএফ কলকাতায় সিকিমের অংশগ্রহণ এই রাজ্যকে একটি আসল এবং অ্যাডভেঞ্চার-ভিত্তিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে শিলচরে বিক্ষোভ

শিলচর, ১১ জুলাই: মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন দাবিতে বৃহস্পতিবার সিলচরে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ দাবী সমন্বয় কমিটি এই প্রতিবাদটি আয়োজন করে, যা তাদের দীর্ঘদিনের দাবির পুনরাবৃত্তি হিসেবে ছিল।

মণিপুরী সম্প্রদায়ের সদস্যরা শহীদ খুদিরাম বসুর ভাস্কর্যের নিচে একত্রিত হয়ে রাজ্য সরকারের প্রতি তাদের হতাশা প্রকাশ করেন। তারা অভিযোগ করেন যে, যদিও অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পূর্বে তাদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন, তারপরেও পাঁচ বছর ধরে এই আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রায় একশো জন পুরুষ ও মহিলার সমাগম ঘটে প্রতিবাদে, যেখানে তারা প্ল্যাকার্ড হাতে এবং স্লোগান দিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন। প্রতিবাদকারীরা গণমাধ্যমের কাছে জানান যে, মণিপুরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন তাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং তারা বছরের পর বছর শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে এই দাবির পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।

কমিটির মতে, এই পরিষদ গঠন হলে অসমের বারাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসরত পাঁচ লাখেরও বেশি মণিপুরী মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। তারা আরও বলেন, অসমে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ আইনি প্রস্তাবনার অধীনে গঠন হয়েছে, সুতরাং মণিপুরী সম্প্রদায়ও রাজ্য আইনে তাদের জন্য এই ধরনের একটি পরিষদ প্রাপ্য।

প্রতিবাদকারীরা দাবী সমন্বয় কমিটির ব্যানারে একত্রিত হয়ে সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তারা সতর্ক করে বলেন, যদি এই দাবির প্রতি কোন মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, দিল্লিতে বাংলার অভিবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয় থেকে রিপোর্ট চাইলেন বিচারপতিরা

কলকাতা, ১১ জুলাই : শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে, দিল্লিতে বসবাসরত পশ্চিমবঙ্গের কিছু অভিবাসী শ্রমিককে বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগের বিষয়ে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিতে।

ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি তাপসব্রতা চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রীতোবরত কুমার মিত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব মনোজ পান্তকেও নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন দিল্লি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একই বিষয়ে একটি রিপোর্ট সংগ্রহ করেন এবং তা আদালতে জমা দেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ জুলাই হবে।

উল্লেখ্য, এই নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে এক আইনজীবীর পিটিশনের প্রেক্ষিতে, যেখানে বলা হয়েছে, দিল্লিতে কর্মসংস্থানের জন্য বসবাসরত কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় অভিবাসী শ্রমিককে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছেন যে, যাদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি আট বছরের শিশু ছিল, যেটি তার পরিবারের সঙ্গে দিল্লিতে বসবাস করছিল।

সম্প্রতি, কলকাতা হাইকোর্টে আরেকটি মামলা দায়ের হয়েছে যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অভিবাসী শ্রমিককে ওড়িশা সরকার অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বেআইনিভাবে আটক করেছে। তবে, পিটিশনার আদালতকে জানিয়েছেন যে, ওড়িশায় আটক অভিবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়নি, যা দিল্লি ঘটনার ক্ষেত্রে হয়েছে।কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের এক দিন পর, দিল্লির জয় হিন্দ কলোনিতে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উচ্ছেদ এবং হয়রানির অভিযোগে বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি প্রধান অমিত মালভিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।

মালভিয়া দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস জয় হিন্দ কলোনির ঘটনা রাজনৈতিকভাবে তুলছে, যা আদালতের নির্দেশে ২৬ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ওই এলাকা থেকে আটক করার পরিপ্রেক্ষিতে।

অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে অভিযোগ করেছেন যে তারা পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের দ্বারা পরাজিত হয়ে এখন একটি 'বাঙালি-বিরোধী' কর্মসূচি চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের অভিবাসী শ্রমিকদের এই ধরনের হয়রানি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেই বেশি ঘটছে।

শ্রী শ্রী ভীরাম্মা কালী মায়ের ১০ম বাৎসরিক উৎসবে মায়ের রথযাত্রায় ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ জুলাই: প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও মেলাঘরের নীরমহল সংলগ্ন শ্রী শ্রী ভীরাম্মা কালী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মা ভীরাম্মার বাৎসরিক উৎসব। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর বাসিন্দা টি ভীরামনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে এই পূজা-উৎসব পালন হয়ে আসছে। এবারে মন্দিরের ১০ম বাৎসরিক উৎসব হওয়ায় ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

১০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই তিনদিনব্যাপী উৎসবে মায়ের আরাধনা, পূজা-অর্চনা ও নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার মানুষ ও ভক্তরা ভীরাম্মা মায়ের প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। ১১ জুলাই শুক্রবার সকাল ১১টায় শ্রী শ্রী ভীরাম্মা কালী মায়ের রথযাত্রা মেলাঘর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হাজার হাজার ভক্ত ভক্তিনীরা মায়ের রথযাত্রায় অংশ নিয়ে পূণ্যলাভ করেন। উৎসবের শেষ দিন ১২ জুলাই শনিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে মহাচন্ডী যজ্ঞ, কুমারী পূজা ও মাতৃপূজা। দুপুর ১২টা থেকে ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে মায়ের মহা অন্নপ্রসাদ।

এছাড়া প্রতিমাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে নবগ্রহ পূজা ও চন্ডী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যা ভক্তদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। তিন দিন ব্যাপী উৎসবকে ঘিরে মন্দির চত্বর ও তার আশেপাশের এলাকা নানাভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। মায়ের মন্দিরে আলোকসজ্জা, রঙিন কাপড় আর ফুলের গন্ধে চারপাশে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় ও দূর-দূরান্তের দোকানিরা মন্দিরের প্রবেশপথের দুই ধারে নানা সামগ্রীর দোকান সাজিয়ে বসেছেন, যাতে ভক্তরা পূজা-উপকরণ থেকে প্রসাদ সবকিছু সহজে সংগ্রহ করতে পারেন। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজসেবামূলক নানা কর্মসূচিও এই উৎসবকে ভিন্ন মাত্রা দিচ্ছে। মা ভীরাম্মার আশীর্বাদে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এই উৎসব নতুন প্রত্যাশার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে মেলাঘরসহ সমগ্র এলাকায়।

প্রধানমন্ত্রী ১২ জুলাই রোজগার মেলার মাধ্যমে ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল ১২ জুলাই সকাল ১১ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত যুবকদের মধ্যে ৫১ হাজারের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। অনুষ্ঠানে তিনি নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যও রাখবেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকে একটি পদক্ষেপ হল রোজগার মেলা। এই রোজগার মেলা যুবসমাজকে তাদের ক্ষমতায়ন এবং জাতি গঠনে অংশগ্রহণের জন্য অর্থপূর্ণ সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সারা দেশে এখন পর্যন্ত রোজগার মেলার মাধ্যমে ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে।

আগামীকাল ১২ জুলাই ১৬তম রোজগার মেলা সারা দেশের ৪৭ টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। রোজগার মেলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক ও বিভাগগুলিতে নিয়োগ করা হবে। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ডাক বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক সহ অন্যান্য মন্ত্রক ও বিভাগগুলিতে যোগ দেবেন।

ঊনকোটি জেলায় "কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬" কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুলাই: শুক্রবার ঊনকোটি জেলায় "কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬" কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন অনুষ্ঠান থেকে মন্ত্রী টিংকু রায় আশাব্যক্ত করে বলেন এই উদ্যোগ জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার দিন "কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫-২৬"-এর জেলাভিত্তিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এক গৌরবোজ্জ্বল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়।বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডঃ তমাল মজুমদার, ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপার সুধান্বিকা আর, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা অধিকারীক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস,ঊনকোটি জেলার শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত ক্লিকদার এবং কৈলাশহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেবরায় প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কিশোরী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। তাঁদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে প্রানবন্ত করে তুলেছিল।কিশোরীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ,আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই উৎকর্ষ মঞ্চের সূচনা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আশা ব্যক্ত করে বলেন এই উদ্যোগ জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

১৬তম কমন সার্ভিস সেন্টার দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সুকান্ত একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার ১৬তম কমন সার্ভিস সেন্টার দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।

শুক্রবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুকান্ত একাডেমীতে ১৬তম কমন সার্ভিস সেন্টার দিবস উদযাপন করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ কুমার গীত্তে সহ অন্যান্যরা।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন কমন সার্ভিস সেন্টার চালু করার ফলে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে অতি সহজে গ্রহণ করতে পারছেন। আজ থেকে আগরতলা পৌর নিগম এলাকার জনগণ ও কমন সার্ভিস সেন্টার এর মাধ্যমে সম্পত্তি করসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। এ ধরনের সুযোগ সুবিধা আরও সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি।

গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৫ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ জুলাই: উৎসাহ উদ্দীপনায় গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৫ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প ইউনিট এই উদযাপনের আয়োজক। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তারা একটি মনোজ্ঞ পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

সাব্রুমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব ৩১ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ জুলাই: আগামী ৩১ জুলাই সাব্রুমের মনুবাজারস্থিত বসুন্ধরা বনচেতনা কেন্দ্রে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব-২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বন দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এবং সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবকে সফল করার লক্ষ্যে আজ সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সাতচাঁদ আর.ডি. ব্লকের বিডিও অনুপম দাস, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য রতন চক্রবর্তী, মনুবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব-২০২৫ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করা হবে ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির মধ্যে দলগত সংগীত ও দলগত নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এছাড়াও থাকবে পরিবেশ বিষয়ক একাঙ্ক নাটক এবং নৃত্য আলেখ্য। বর্ষামঙ্গল উৎসবকে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধকে চেয়ারম্যান করে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে ও বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিহার এস.আই.আর. (বিশেষ নিবিড় সংশোধন): ৬৬.১৬ শতাংশ গণনার ফর্ম সংগ্রহ, বাকি রয়েছে আরও ১৫ দিন

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই: বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস.আই.আর.) প্রক্রিয়ায় বিহারের ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ৭৭,৮৯৫ জন বি.এল.ও. (স্কজ্রঞ্জ), নবনিযুক্ত ২০,৬০৩ বি.এল.ও., অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রম, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী (পি.ডব্লিউ.ডি.), অসুস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তায় নিয়োজিত ৪ লক্ষের বেশি স্বেচ্ছাসেবক এবং সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ১.৫৬ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট (বি.এল.এ.)-এর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ ৬৬.১৬ু গণনার ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এখনও ভোটারদের হাতে ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য আরও ১৫ দিন বাকি রয়েছে।

আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিহারে মোট ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ (প্রায় ৭.৯০ কোটি) ভোটারের মধ্যে ৫,২২,৪৪,৯৫৬টি গণনার ফর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে, যা মোটের ৬৬.১৬ু। এই সংগ্রহটি গত ১৬ দিনে সম্পন্ন হয়েছে, ২৪ জুন ২০২৫ তারিখে এস.আই.আর. নির্দেশিকা জারির পর থেকে।

মাঠ পর্যায়ে এই গতি বজায় থাকলে নির্ধারিত সময়ের আগেই, অর্থাৎ ২৫ জুলাই, ২০২৫-এর মধ্যে এই গণনার ফর্ম সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। গত ১৬ দিনে, এস.আই.আর. কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে মোট ৭.৯০ কোটি ফর্ম ছাপানো হয়েছে এবং এরমধ্যে প্রায় ৯৮ু ফর্ম (৭.৭১ কোটি) ইতোমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে তাদের কাছে যাদের নাম ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের নির্বাচনী তালিকায় ছিল, অর্থাৎ এস.আই.আর. নির্দেশিকার দিনে।

অমরপুরে মৎস্য চাষিদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১১ জুলাই: অমরপুর মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল অমরপুর পুরাতন টাউনহলে জাতীয় মৎস্য চাষি দিবস উপলক্ষে মহকুমার মৎস্যচাষিদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই কর্মশালার সূচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস।

অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর বিএসি''র চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া প্রমুখ। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, গ্রামীণ মৎস্যজীবি মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ভিত্তিক এই মৎস্যচাষের কর্মশালা বিশেষ ভূমিকা নেবে। এবং এর ফলে মানুষ আরও বেশি করে মাছ চাষের জন্য উৎসাহিত হবেন। মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য তিনি মৎস্যচাষিদের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অমরপুর মহকুমার মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক অজয় দাস। তিনি মৎস্য দপ্তরের এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা পাওয়ার জন্য করাণীয় বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস।

চার দফা দাবিতে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের নিকট ডেপুটেশন উপজাতি যুব ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির

আগরতলা, ১১ জুলাই: উপজাতি যুব ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে চার দফা দাবির ভিত্তিতে আজ টিআরবিটি চেয়ারম্যানের নিকট এক প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন পেশ করা হয়েছে। মূলত বেকার সমস্যা সমাধান এবং নিয়োগের দাবিতে এই ডেপুটেশন পেশ করা হয়েছে।

ফেডারেশনের চার দফা দাবিগুলি হল, পূর্ববর্তী বছরগুলির মতো প্রতিবছর দুবার টেট পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করা উচিত।২০২১ সাল থেকে এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি -এর জন্য নিয়োগ বন্ধ রয়েছে; তাই, নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। ককবরক বিষয়ের টেট পরীক্ষার জন্য, প্রশ্নপত্র বাংলা এবং রোমান উভয় লিপিতেই প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি টেট পরীক্ষায় এসটি প্রার্থীদের জন্য কাট-অফ নম্বর ৫০ু রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। এই চার দফা দাবিতে এদিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিষয়গুলি বিবেচনা করে বেকারদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উপজাতি যুব ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ সহ ব্যাগ উদ্ধার

আগরতলা, ১১ জুলাই: আধ ঘন্টার মধ্যেই হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ সহ ব্যাগ উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিলেন ট্রাফিক পুলিশ। নিজের হারানো জিনিস খুঁজে পেয়ে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উদয়পুরের বাসিন্দা সুকান্ত সাহা তেপানিয়া এলাকা থেকে সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় একটি ইকো গাড়িতে চলে আসেন। তিনি প্রতিদিনই আগরতলায় আসা-যাওয়া করেন। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ পর তিনি উপলব্ধি করেন উনার সঙ্গে থাকা ব্যক্তি গাড়িতেই ফেলে এসেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ট্রাফিক অফিসে গিয়ে জানান একটি ইকো গাড়িতে তিনি তার ব্যাগ ফেলে এসেছেন। ব্যক্তিকে খুঁজে পেতে ট্রাফিক আধিকারিকদের সাহায্য চান তিনি।

ট্রাফিক ডিএসপি দীপক কর সরকার জানান, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আইটি ভবনে খবর পাঠান। সেখান থেকে ওই গাড়িটিকে খুঁজে বের করে তার মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে ওই গাড়ি থেকে হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপটি উদ্ধার করা হয়েছে। সুকান্ত সাহা নিজের হারানো জিনিস এতো অল্প সময়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়ায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপশি শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থারও ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।

প্রেসক্লাব আয়োজিত লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ক্রীড়াসূচি ঘোষিত। জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানও হয়ে গেলো। সাংবাদিক খেলোয়াড়রাও একটু-আধটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছেন।

দুপুরে প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে টুর্নামেন্টের বিস্তারিত জানানো হয়। উল্লেখ্য, আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আগামী ১৩ জুলাই, রবিবার সাংবাদিক সদস্য খেলোয়াড়দের মধ্যে এক দিবসীয় এপিএল অর্থাৎ আগরতলা প্রেসক্লাব প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে চারটি পৃথক পৃথক দল গঠন করা হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে অভিনব লটারির মাধ্যমে খেলোয়াড় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চারটি দল গঠন করা হয়েছে। লটারির মাধ্যমে আজ, শুক্রবার ক্রীড়াসূচিও তৈরি করা হয়েছে। চার দলীয় এই টুর্নামেন্টে লীগ প্রথায় খেলা হবে ছয়টি। ওইদিন সকাল ৯ টায় উদ্বোধনী ম্যাচে এপিসি লায়ন্স খেলবে এপিসি ফাইটার্সের বিরুদ্ধে।

পরবর্তী ম্যাচ এপিসি ওয়ারিয়র্স এবং এপিসি টাইগার্স-এর মধ্যে। খেলা হবে স্থানীয় ক্ষুদিরাম বসু মেমোরিয়াল স্কুল গ্রাউন্ডে। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ট্রফির পাশাপাশি সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফি এবং প্রাইজ মানিও থাকবে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায়, সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ সহ ক্লাবের পরিচালন কমিটি এবং স্পোর্টস সাব কমিটির সকল-সদস্যারা উপস্থিত থাকবেন। শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। উভয় অনুষ্ঠানে স্পন্সররদের উপস্থিতি এবং সম্মাননা জানানোর কর্মসূচিও রয়েছে।

পুনেতে জাতীয় হকি : রাজ্য দল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুনেতে নবম এস এন বি পি জাতীয় অনূর্ধ ১৬ হকি প্রতিযোগিতা শুরু ১ অক্টোবর। চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ওই রাজ্যের শ্রী শিব ছত্রপতি শিবাজী স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। আসরে অংশগ্রহণের জন্য ১৩ জুলাই হবে নির্বাচনী শিবির। এ ডি নগর পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে।

ঐদিন সকাল ১১ টায় শুরু হবে নির্বাচনী শিবির। অংশ নিতে ইচ্ছুক হকি খেলোয়ারদের বয়সের প্রমাণপত্র এবং আধার কার্ড নিয়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন হকি ত্রিপুরা সংস্থার যুগ্ম সচিব আশীষ দেব। জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আসরে এন্টি নিতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই প্রায় দু মাস আগে নির্বাচনের শিবির করতে হচ্ছে রাজ্য সংস্থাকে। শিবির থেকে বাছাই করা খেলোয়ারদের নাম রেজিস্ট্রেশন করবে রাজ্য সংস্থা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে খেলোয়ারদের শিবিরে উপস্থিত থাকার জন্য যুগ্ম সচিব অনুরোধ করেছেন।

উইম্বলডন সেমিফাইনালে মুখোমুখি টেনিসের দুই প্রজন্ম জোকোভিচ-সিনার লড়াইয়ে চোনা ফেলবে চোট ?

ফেডেরার-নাদাল লড়াই অতীত। ফেডেরার-জোকোভিচ লড়াই দেখারও সুযোগ নেই আর। নাদাল-জোকোভিচ লড়াইও চলে গিয়েছে আর্কাইভে। টেনিসপ্রেমীরা মুখিয়ে আছেন রবিবার আলকারাজ-জোকোভিচ লড়াই দেখার জন্য। উইম্বলডনে কাঙ্ক্ষিত সেই লড়াইয়ের সম্ভাবনা ভেস্তে দিতে পারেন সিনার।৩৮ বছরের নোভাক জোকোভিচ ৫২তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল খেলবেন। অসংখ্য টেনিস খেলোয়াড় এতগুলি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূলপর্বেই খেলার সুযোগ পাননি। সেমিফাইনাল তো বহু দূরের কথা। জোকার খেলবেন। নজির গড়ে খেলবেন। ৫২ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব তাঁর একার। শুক্রবার সেন্টার কোর্টে জোকারের প্রতিপক্ষ রজার ফেডেরার বা রাফায়েল নাদাল নন। চ্যালেঞ্জ জানাবেন ইয়ানিক সিনার। ২৩ বছরের ইটালীয়র সপ্তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল।দুই প্রতিপক্ষকে পরিসংখ্যান দিয়ে মাপতে যাওয়া অর্থহীন। দু'জনে দুই প্রজন্মের খেলোয়াড়। সিনারের বয়স যখন বছর দেড়েক, তখন পেশাদার টেনিস খেলতে শুরু করেন জোকোভিচ। সিনার পেশাদার টেনিসে এসেছেন ২০১৮ সালে। তত দিনে জোকারের ঝুলিতে গ্র্যান্ড স্ল্যামের সংখ্যা এক ডজন। তার পর আরও এক ডজন গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। সিনার এত দিনে তিনটি। কোনও অর্থেই দু'জনের তুলনা হয় না।জোকোভিচ-সিনার মুখোমুখি হয়েছেন ন'বার। পাঁচ বার জিতেছেন ইটালির তরুণ। চার বার প্রবীণ সার্ব। শেষ চার বার জিতেছেন সিনার। সেই হিসাবে উইম্বলডন সেমিফাইনালে এগিয়ে নামবেন সিনার। টেনিস দক্ষতায় না হলেও মনস্তাত্ত্বিক ভাবে। আবার ২০২৫ সালে দু'জনেই মাত্র একটি করে খেতাব জিতেছেন।কোয়ার্টার ফাইনালে চেনা মেজাজে দেখা যায়নি জোকোভিচকে। সিনার সহজ জয় পেয়েছেন। তবু এই লড়াই হয়তো দেখতেই পেতেন না টেনিসপ্রেমীরা। প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে ৩-৬, ৫-৭, ২-২ ব্যবধানে সিনার পিছিয়ে থাকার সময় চোটের জন্য ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন গ্রিগর দিমিত্রভ। পুরো ম্যাচ হলে কী হত, বলা যায় না! অঘটনের উইম্বলডনের অন্যতম বড় অঘটনটা ঘটে যেতে পারত ৭ জুলাই।দিমিত্রভের চোট বাঁচিয়ে দিয়েছিল পুরুষ সিঙ্গলসের শীর্ষ বাছাইকে। চোটই সেমিফাইনালে সমস্যায় ফেলতে পারে সিনারকে। বৃহস্পতিবার অবশ্য তিনি আস্বস্ত করেছেন ভক্তদের। বিবিসি স্পোর্টসকে তিনি বলেছেন, "কনুইয়ের ব্যথাটা অনেক কম। ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছি। দ্রুত গতির সার্ভিস রিটার্ন করতে একটু সমস্যা হয়েছে। তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু নয়। আমিও খুব একটা ভাবছি না। সেমিফাইনালের আগে সময় আছে। বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাব। ভালই হয়েছে। শুক্রবার ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে কোর্টে নামতে পারব।" আত্মবিশ্বাসী সিনার হয়তো কোর্টে নামার আগে প্রতিপক্ষকে বাড়তি মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা দিতে চান না। পেশাদার খেলোয়াড়েরা এমনই। ভাঙার আগে মচকান না।চোট নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে জোকোভিচকে ঘিরেও। কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে পা হড়কে কোর্টে পড়ে যান জোকার। দুই পা দু'দিকে চলে যায়। সেন্টার কোর্টের দর্শকেরা আঁতকে উঠেছিলেন। জোকোভিচ চোট নিয়ে বলেছেন, "খারাপ ভাবে পড়ে গিয়েছি। খুবই বিশ্রী ভাবে। ঘাসের কোর্টে এ রকম হয়। আমার টেনিস জীবনে ঘাসের কোর্টে এমন ঘটনা বেশ কয়েক বার ঘটেছে। পড়ে যাওয়ায় নিশ্চিত ভাবেই আমার শরীর আগের জায়গায় নেই। সেমিফাইনালের আগে সময় আছে। আশা করি এটুকু ক্ষতি সামলে নেওয়া যাবে।" এক জনের চোট কনুইয়ে। এক জনের কুঁচকিতে। আধুনিক ক্রীড়া চিকিৎসা হয়তো শেষ চারের লড়াইয়ের আগে দু'জনকেই ম্যাচ ফিট করে দেবে। তবু টেনিসের মান নিয়ে হালকা সংশয় থাকছেই। উইম্বলডনে কাউকেই যে সেরা ফর্মে দেখা যাচ্ছে না! মাস খানেক আগে ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন জোকোভিচ-সিনার। সরাসরি সেটে জিতেছিলেন সিনার। এ বার বদলা নেওয়ার সুযোগ জোকারের। যদিও ২০২৩ সালের ডেভিস কাপ ফাইনাল থেকে সিনারের কাছে হেরেই চলেছেন জোকোভিচ। তাঁর সুনামের সঙ্গে বেমানান। গত দেড় বছর ধরে এমন বেমানান আরও অনেক কিছুই ঘটছে। টানা ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা বেড়েই চলেছে। সিনার আবার কখনও উইম্বলডন ফাইনাল খেলেননি। শুধু ২০২৩ সালে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।জোকোভিচ আগ্রাসী টেনিস খেলতে পছন্দ করেন। ঘাসের কোর্টে বেস লাইনের মতো নেটের কাছেও বিপজ্জনক। হাতে বিষাক্ত টপ স্পিন রয়েছে। খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। লম্বা র‍্যালি খেলতে পারেন। সিনার খানিকটা রক্ষণাত্মক। মূলত বেস লাইন থেকে খেলেন। নেটের কাছে খুব একটা স্বচ্ছন্দ নন। ঘাসের কোর্টও তাঁর প্রিয় সারফেস নয়। প্রতিপক্ষকে পাওয়ার টেনিসে কোণঠাসা করে রাখতে চান। দ্রুত কোর্টের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারেন। জোকোভিচও পারেন। তবে বয়সের ভারে একটু মন্থর। এই পর্যায়ের ম্যাচে দুই প্রজন্মের দুই সেরা খেলোয়াড় মুখোমুখি হলে পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করা যায় না। যে কোনও সময় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে জোকোভিচ-সিনারদের র‍্যাকেট। উইম্বলডন সেমিফাইনালে সেই রংবদলের লড়াই দেখার অপেক্ষায় থাকবেন টেনিসপ্রেমীরা। জোকার কি পারবেন ২৫তম গ্র্যান্ড স্লামের দিকে আর একটু এগিয়ে যেতে? নাকি প্রথম বার উইম্বলডন ফাইনাল খেলবেন সিনার? উত্তর দেবে অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাবের সেন্টার কোর্ট। তার আগে কোর্টের প্রতিটি ঘাস পরীক্ষা নেবে দু'জনের।

উইম্বলডনের সঙ্গে 'ঘৃণার সম্পর্ক' ভালবাসায় বদলাতে চান, হেরে প্রতিপক্ষের আচরণকে বিঁধলেন বিশ্বের এক নম্বর সাবালেঙ্কা

দু'বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন। এক বার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফরাসি ওপেনের ফাইনাল খেলেছেন গত জুনে। কিন্তু উইম্বলডনে সেমিফাইনালের বাধা টপকানো হল না এরিনা সাবালেঙ্কার। ২০২১, ২০২৩ সালের মতো এ বারও হেরে গেলেন সেমিফাইনালে।প্রতিযোগিতার ১৩ নম্বর বাছাই অ্যামান্ডা আনিসিমোভার কাছে অপ্রত্যাশিত হারের পর হতাশা লুকোতে পারেননি শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা। তিনি বলেছেন, উইম্বলডনের সঙ্গে তাঁর ঘৃণার সম্পর্ক। উইম্বলডন সেমিফাইনালে হারের পর নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করেন সাবালেঙ্কা। তবে হতাশা গোপন করতে পারেননি। তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে, বার বার তীরে এসে তরী ডোবার আক্ষেপ। ২৭ বছরের খেলোয়াড় বলেছেন, "এই নিয়ে তিন বার সেমিফাইনালে হারলাম। এটা ভাবাও কঠিন। ২০২২ সালে আমাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তার পর চোট পেলাম। উইম্বলডনের সঙ্গে আমার সত্যিই ঘৃণার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আশা করি, একদিন এই সম্পর্কটা বদলাতে পারব। ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি করতে পারব।"সাবালেঙ্কা আরও বলেছেন, "প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় খেলছি। প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছি। মনে হচ্ছে, স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। তখনই ছন্দপতন হচ্ছে। হেরে যাচ্ছি। তখন মনে হয়, এটাই শেষ। মনে হয়, মরে যাই। আর থাকতে চাই না। এখানেই বোধহয় জীবনের শেষ।"সাবালেঙ্কার বক্তব্য, অনেকটা ইভান লেন্ডলের বিখ্যাত সেই উক্তির মতো। ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ সালে পর পর দু'বার ফাইনালে উঠেও উইম্বলডন জিততে পারেননি লেন্ডল। সেই হতাশা থেকে বলেছিলেন, "ঘাস গরুর খাদ্য।" সাবালেঙ্কার 'ঘৃণার সম্পর্ক' অনেকটা তেমনই।ঐতিহ্যবাহী 'ভেনাস রোজওয়াটার ডিশ'-এর (উইম্বলডনে মহিলা সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়নকে যে শিল্ড দেওয়া হয়, তার নাম) সঙ্গে দূরত্ব ঘোচাতে না পেরে প্রতিপক্ষের একটি আচরণকেও দুষেছেন শীর্ষ বাছাই! ঠিক যেমন গত ফরাসি ওপেনের ফাইনালে হারের পর কোকো গফের সমালোচনা করেছিলেন। তবে এ বার সাবালেঙ্কার বক্তব্য অনেকটা সংযত ছিল।প্রথমে আনিসিমোভার প্রশংসা করে বলেছেন, "খুব আগ্রাসী টেনিস খেলল। যোগ্য হিসাবেই সেমিফাইনাল ম্যাচটা জিতেছে।" তার পরেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন প্রতিপক্ষের আচরণ নিয়ে। দ্বিতীয় সেটে একটি শট সাবালেঙ্কা মিসকরার আগেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন আনিসিমোভা। তা নিয়ে শীর্ষ বাছাই বলেছেন, "ও আগেই উদ্যাপন শুরু করে দিল। আমার মনে হয়, একটু তাড়াতাড়িই প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলেছে। তার পর আমার বিরক্তি আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলল, এ রকম নাকি প্রায়ই করে। সেই মুহূর্তে বিরক্ত লাগলেও আনিসিমোভাকে ধন্যবাদ। ওর ওই আচরণই আমাকে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পিছিয়ে পড়েও ফিরে আসতে পেরেছি।

জাতীয় সাব জুনিয়র বক্সিং নয়ডাতে রাজ্য দল অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং ইউ.পি বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ৭ই আগস্ট থেকে ১৩ই আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডার গ্যালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ অনূর্ধ-১৫ সাব জুনিয়র বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আয়োজন করছে। ত্রিপুরা এ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন থেকে এতে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে রাজ্যের রেজিস্ট্রিকৃত অনূর্ধ ১৫ জুনিয়র বক্সারদের প্রস্তুত থাকার কথা জানাচ্ছে। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা ১৫ ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এ জি এম ১৫ জুলাই। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের। ওই দিন দুপুর ১২ টায় ভগৎ সিং যুব আবাসে হবে সভা। ক্রীড়া মন্ত্রী তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চেয়ারম্যান টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে। ওই সভায় আগামী অর্থবছরের ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বিভিন্ন আসরের ক্রীড়া সূচি ঘোষিত হবে। ওই সভায় রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমার স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব এবং যুগ্ম সচিব-রা উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ড সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সামনে জর্জ টেলিগ্রাফ, আজ জয়ের হ্যাটট্রিকের খোঁজে মোহনবাগান

কলকাতা লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা এখন অতীত সবুজ-মেরুন শিবিরে। বরং শেষ দু'ম্যাচে পাওয়া জয়ই আত্মবিশ্বাসী করছে মোহনবাগানকে। সেই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই শুক্রবার জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা অব্যহত রাখার লক্ষ্যে নামছেন ডেগি কর্ডোজোর ছাত্ররা। অন্যদিকে নৈহাটিতে প্রতিপক্ষের থেকে পয়েন্ট কাড়াই লক্ষ্য জর্জ কোচ সায়ন্তন দাস রায়ের।প্রথম ম্যাচে পুলিশ এসি-র কাছে হারের পর প্রশ্ন উঠেছিল মোহনবাগানের দল নিয়ে। তবে পরের দু'ম্যাচে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে জিতে সেসব প্রশ্নের জবাব অনেকটাই দিয়ে দিয়েছেন সন্দীপ মালিক, মার্শাল কিস্কুরা। বিশেষত অধিনায়ক সন্দীপ রয়েছেন দুরন্ত ফর্মে। পরপর দু'ম্যাচে দলের প্রথম গোলটা এসেছে তাঁর পা থেকেই। জর্জের বিরুদ্ধেও তিনি বড় ভরসা কোচ ডেগির। তবে এই ম্যাচে জোড়া বদল করতে হবে মোহনবাগান কোচকে। শেষ ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছেন ফরোয়ার্ড সালাউদ্দিন আদনান। তাঁর পরিবর্তে জর্জ ম্যাচে শুরু থেকে খেলতে পারেন শিবম মুণ্ডা। রেলের বিরুদ্ধে দর্শনীয় গোল করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি পায়ের পেশিতে চোট রয়েছে মিডফিল্ডার মিংমা শেরপার। তাঁর জায়গায় গুরনাজ সিং গ্রেওয়ালের শুরু করার সম্ভাবনাই বেশি। কোচিং কোর্সের জন্য শেষ ম্যাচ না থাকলেও শুক্রবার ডাগআউটে থাকবেন ডেগি।তবে জর্জ ম্যাচের প্রস্তুতির মধ্যেই ডার্বির চোরাস্রোত রয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। তারই অঙ্গ হিসাবে দলের প্র্যাকটিসে হাজির হয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস ও কিয়ান নাসিরি। তাঁরা যদিও জর্জ ম্যাচে খেলবেন না। শনিবার থেকে নামতে পারেন

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টে সম্মানিত সচিন, লর্ডসে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা, লর্ডসে তেন্ডুলকরের ছবি

প্রথা অনুযায়ী লর্ডসে টেস্ট শুরুর আগে ঘণ্টা বাজানো হয়। খেলার শুরুর ৫ মিনিট আগে বাজানো হয় ঘণ্টা। স্টেডিয়ামে উপস্থিত সকলকে খেলা শুরুর বার্তা দিতেই এই ব্যবস্থা শুরু হয় ২০০৭ সালে। সেই প্রথা মেনে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে ঘণ্টা বাজালেন সচিন তেন্ডুলকর।প্রতি দিন সকালে খেলা শুরুর আগে বাজানো হয় ঘণ্টা। কোনও বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা করার জন্য। প্রাক্তন ক্রিকেটার, বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব বা কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় ঘণ্টা বাজানোর জন্য। সেইমতোই বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) আমন্ত্রণ জানায় সচিনকে। তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে টেস্ট ম্যাচ শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি তেন্ডুলকরও।এ দিন ম্যাচ শুরুর আগে লর্ডসে এমসিসির ক্রিকেট সংগ্রহশালায় সচিনের ছবি উদ্বোধন হয়। সচিনের ছবিটি এঁকেছেন চিত্র শিল্পী স্টুয়ার্ট রিয়ারসন। ছবিটি বছরের শেষ পর্যন্ত এমসিসির সংগ্রহশালাতেই থাকবে। তার পর রাখা হবে লর্ডসের সাজঘরে। লর্ডসের সংগ্রহশালায় নিজের ছবি স্থান পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সচিন।লর্ডসে ঘণ্টা বাজানোর জন্য এই প্রথম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সচিনকে। লর্ডসের প্যাভিলিয়নের বোলার্স বারের বাইরের দিকে থাকা ঘণ্টাটি বাজানোর সুযোগকে বিশেষ সম্মান হিসাবে বিবেচনা করা হয় ক্রিকেট বিশ্বে। উল্লেখ্য, সিএবি সভাপতি থাকাকালীন লর্ডসের মতো ইডেনেও ঘণ্টা বাজিয়ে খেলা শুরুর প্রচলন করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের সঙ্গে এ বার থেকে যুক্ত হয়ে গিয়েছে সচিনের নাম। ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়োজিত দু'দেশের টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলকে এ বার থেকে দেওয়া হবে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার জেমস অ্যান্ডারসন এবং সচিনের সম্মানার্থেই এই নামকরণ।

মেয়ের রোজগারে বসে বসে খায় ! লাগাতার কটাক্ষে অতিষ্ঠ হয়ে গুরুগ্রামের টেনিস তারকাকে খুন বাবার

মেয়ের উপার্জনে বসে বসে খায় বাবা! সেই কটাক্ষ শুনতে শুনতে রেগে গিয়েই মেয়েকে গুলি করে খুন (টৈত্রদ্রদ্ধ্রুন ঞ্জনথাত্র ধ্বস্তত্মত্র)) করে দিলেন বাবা। এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল রাধিকা যাদব হত্যাকাণ্ডে (ট্রুথত্মঞ্জথ খুত্মখন্ত ধ্বস্তত্মত্র)। উঠতি টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা একটি টেনিস অ্যাকাডেমিও চালাতেন। সেই অ্যাকাডেমি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাধিকার বাবা দীপক। সেই নির্দেশ অমান্য করতেই রাধিকাকে খুন হতে হয়।বৃহস্পতিবার হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে গুরুগ্রামে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, রাধিকাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালান দীপক। তিনটি গুলি রাধিকার বুকে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। তরুণ খেলোয়াড়ের মর্মান্তিক পরিণতির পর গোটা ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা শুরু হয়। পুলিশে এফআইআর দায়ের করেন রাধিকার কাকা কুলদীপ যাদব। তারপরেই দীপককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ।জেরার মুখেই খুনের কথা স্বীকার করেন দীপক। তিনি স্পষ্ট জানান, "গ্রামের সকলে আমাকে খোঁচা দিত। সবাই বলত, আমি মেয়ের পয়সায় বসে বসে খাই। এই খোঁচা শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগত। আমার মেয়ের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলত। আমি অনেকবার মেয়েকে বলেছিলাম অ্যাকাডেমিটা বন্ধ করে দিতে, শোনেনি। বারবার কটাক্ষ শুনতে শুনতে আমার সম্মানহানি হচ্ছিল।"দীপক জানান, রাগের বশেই রান্নাঘরে গিয়ে মেয়েকে গুলি করে দেন তিনি। নিজের লাইসেন্সড রিভলভার থেকেই গুলি চালানোর কথা স্বীকার করেন তিনি। তবে মেয়ের এমন মর্মান্তিক পরিণতির পরেও পুলিশকে বয়ান দিতে চাননি রাধিকার মা। তবে ভাইঝির মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন কুলদীপ। কেন এইভাবে খুন হতে হল রাধিকাকে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। প্রসঙ্গত, প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন রাধিকা যাদব। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশনের ক্রমতালিকায় তিনি ছিলেন ১১৩ নম্বরে। সম্প্রতি ডবলসে তিনি শীর্ষ ২০০-র মধ্যে ছিলেন।

আরও অন্ধকারে ভারতীয় ফুটবল, ফিফা ক্রমতালিকায় সাত ধাপ নেমে ১৩৩ নম্বরে সুনীলেরা

পতন অব্যাহত ভারতীয় ফুটবল দলের। ক্রমাগত তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা-র নতুন ক্রমতালিকায় ১৩৩ নম্বরে নেমে গিয়েছে তারা। খারাপ খেলার খেসারত দিচ্ছেন সুনীল ছেত্রীরা।শেষ যখন ক্রমতালিকা প্রকাশ হয়েছিল তখন ভারত ছিল ১২৬ নম্বরে। অর্থাৎ, সাত ধাপ নেমে গিয়েছে তারা। শেষ বার এত খারাপ ফল হয়েছিল ২০১৭ সালে। সে বারও ১৩০-এর নীচে নেমেছিল ভারত। আট বছর পর আবার সেই ছবি দেখা গেল।এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ফিফা ক্রমতালিকায় ২৪ নম্বর দেশ ভারত। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামের মতো দেশও ভারতের উপরে রয়েছে। ভারতের নীচে রয়েছে মায়ানমার (১৬০), আফগানিস্তান (১৬১), মলদ্বীপ (১৭১), নেপাল (১৭৬), বাংলাদেশ (১৮৪), ভুটান (১৮৬) ও শ্রীলঙ্কা (১৯৬)। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হাল পাকিস্তানের। ফিফা ক্রমতালিকায় থাকা ২১০ দেশের মধ্যে তারা ২০১ নম্বরে।২০২৫ সালে ভারতের ফুটবল দল চারটে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে। তার মধ্যে তিনটে হেরেছে তারা। ড্র করেছে একটা। অর্থাৎ, চলতি বছর একটা ম্যাচও জিততে পারেনি ভারত। ক্রমতালিকায় অনেক নীচে থাকা বাংলাদেশকেও হারাতে পারেননি সুনীলেরা। তার খেসারত দিতে হয়েছে।ভারতকে ফিফা ক্রমতালিকায় সবচেয়ে উপরে তুলেছিলেন স্টিফেন কনস্টানটাইন। তাঁর কোচিংয়ে ৯৬-এ উঠেছিল ভারত। ইগর স্তিমাচ কোচ থাকার সময়ও খারাপ খেলেনি তারা। কিন্তু মানোলো মার্কেজ কোচ হওয়ার পর থেকে ভারতের খেলা খারাপ হয়েছে। তাঁর কোচিংয়ে সব মিলিয়ে আটটা ম্যাচ খেলেছে ভারত। জিতেছে মাত্র একটা। তা-ও সেটা প্রীতি ম্যাচ। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খারাপ পারফরম্যান্সের পর কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মানোলো। নতুন কোচ খুঁজছে ভারতীয় দল। ভারতের কোচ হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন মোহনবাগানকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। এখন দেখার ভারতীয় ফুটবলের দায়িত্ব কার হাতে যায়।

মেয়েকে লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি, গুরুগ্রামে বাবার হাতে 'খুন' প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড়

মেয়েকে লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি। বাবার হাতে 'খুন' হতে হল প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড়কে। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে গুরুগ্রামে। মেয়েটি রাজ্যস্তরের টেনিস খেলোয়াড়। নাম রাধিকা যাদব। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫। গুরুগ্রামের সুশান্ত লোক-ফেজ ২-এর বাসিন্দা তিনি।জানা গিয়েছে, বাবা তার মেয়েকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালিয়েছে। এরমধ্যে তিনটি গুলি রাধিকার বুকে লাগে। ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ১০.২০ নাগাদ। পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কেন তার মেয়েকে খুন করল বাবা? মেয়ের রিল তৈরির আসক্তির প্রতি বিরক্ত ছিল বাবা। সেই বিরক্তি থেকেই মেয়েকে খুন করেছে কি না ওই ব্যক্তি, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, "২৫ বছর বয়সি এক তরুণী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে, এই তথ্য আমরা হাসপাতাল থেকে পেয়েছি। তার শরীরে তিনটি গুলি লেগেছে। আমরা ইতিমধ্যেই ওই তরুণীর কাকার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি সেরকম কিছু বলেননি। এরপর আমরা ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি মেয়েকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বাবা।উল্লেখ্য, প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন রাধিকা যাদব।

মেসির জোড়া গোলে জয় ইন্টার মায়ামির, আমেরিকার ক্লাবের হয়ে নজির লিয়োর

ছন্দে লিয়োনেল মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে আবার জোড়া গোল করলেন তিনি। মেসির জোড়া গোলে ভর করে নিউ ইংল্যান্ড রেভোলিউশনকে হারাল মায়ামি। আমেরিকার ক্লাবের হয়ে নজির গড়েছেন মেসি।মেসিই মেজর লিগ সকারের একমাত্র ফুটবলার যিনি এই প্রতিযোগিতায় পর পর চারটে ম্যাচে একাধিক গোল করেছেন। এই ম্যাচের আগে মন্টিলের বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচ ও কলম্বাসের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন তিনি। চারটে ম্যাচই জিতেছে মায়ামি।মেজর লিগ সকারের এই মরসুমে ১৫ ম্যাচে ১৪ গোল করেছেন মেসি। তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। সোনার বুটের দৌড়ে শীর্ষে নাশভিলের স্যাম সারিজ। তিনি ১৬ গোল করেছেন। মেসি যে গতিতে এগোচ্ছেন তাতে সামনের কয়েকটা ম্যাচের মধ্যে সারিজকে টপকে শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারেন তিনি।নিউ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৭ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করেন মেসি। প্রতিপক্ষ রক্ষণের ভুল কাজে লাগান তিনি। তাঁর শট বাঁচাতে পারেননি নিউ ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক আলজাজ ইভাচিচ। ১১ মিনিট পরে ব্যবধান বাড়ান মেসি। দীর্ঘ দিনের সতীর্থ সের্খিয়ো বুস্কেৎসের পাস ধরে গোল করেন তিনি। ৮০ মিনিটের মাথায় কার্লেস গিল এক গোল শোধ করলেও মায়ামির পয়েন্ট কাড়তে পারেনি নিউ ইংল্যান্ড। ২-১ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে মায়ামি।এই জয়ের পর ১৮ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ নম্বরে উঠেছে মায়ামি। ২১ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সিনসিনাটি। মায়ামি যদি তাদের পরের তিনটে ম্যাচ জেতে তা হলে সিনসিনাটিকে টপকে এক নম্বরে উঠে আসবেন মেসিরা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ পাপাই সাহার মৃত্যু দিবস পালিত

আগরতলা, ১১ জুলাই: ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ পাপাই সাহার মৃত্যু দিবস পালিত হয় আজ। ২০১১ সালে আজকের দিনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিল কংগ্রেস সমর্থক পাপাই সাহা। আজ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, ২০১১ সালে আজকের দিনে কংগ্রেসের এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মিছিলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় কংগ্রেস সমর্থকদের। তখনই কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে থাকে পুলিশ। সেই গুলিতেই নিহত হয় পাপাই সাহা। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, পাপাই সাহার মৃত্যুর ১৪ বছর অতিক্রম হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাপাই সাহার পরিবার ন্যায় বিচার পায়নি। এদিনের এই স্মরণ সভা থেকে অবিলম্বে পাপাই সাহার মৃত্যুর বিচারের দাবি জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

তেলিয়ামুড়ায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুলাই: তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ ও তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আজ চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বরপ্রাপ্ত ১৩৩ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পদ্মশ্রী অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদ এর চেয়ারপারসন রূপক সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুর পরিষদ এর উপ মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক অমিত রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং শিক্ষা প্রসারে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পদ্মশ্রী অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এর চেয়ারপারসন রূপক সরকার।

নিখোঁজ মেয়ে ও নাতিন, প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

আগরতলা, ১১ জুলাই: নিখোঁজ মেয়েকে খুঁজে পেতে সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হলেন অসহায় মা। প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।
ঘটনার বিবরনে জানা যায়, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে রামরাইবাড়ী এলাকার বসবাসকারী রঞ্জীত দেবনাথের সহধর্মীনি রিয়া দেবনাথ গত সোমবার উনার ২ বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে পশ্চিম জোলাইবাড়ী ৬ নং ওয়ার্ডস্থিত বাপের বাড়িতে আসে। সেখান থেকে পরবর্তী সময় আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।
নিখোঁজ হবার পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর রিয়া দেবনাথকে না পেয়ে তার মা প্রতিমা দেবনাথ মেয়ের জামাইকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
পরবর্তী সময় মেয়ের খোঁজে পুনরায় ফাঁড়ী থানায় গেলে সেখানে কর্তব্যরত অফিসার পরিবারের লোকজনদের জানায় রিয়া দেবনাথ বর্তমান সময়ে আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জে রয়েছে। পরিবারের লোকজন গিয়ে সেখান থেকে রিয়া দেবনাথকে খোঁজ করে আনার পরামর্শ প্রদান করেন থানাবাবুরা। রিয়া দেবনাথ এর মা প্রতিমা দেবনাথ জানান, মেয়েকে না পেয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তিনি। প্রশাসন মেয়ের অবস্থান করিমগঞ্জ জানিয়েছে। রিয়া কোথায় আছে তা জানতে পেরেও মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না জোলাই বাড়ি ফাঁড়ি থানার পুলিশ।
বদলে পরিবারের সদস্যদের তাকে খুঁজে আনার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রশাসনের এহেন ব্যবহারে অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা। প্রশাসন নিজ উদ্যোগে প্রতিমা দেবনাথের মেয়ে রিয়া দেবনাথ ও তার ছোট কন্যা সন্তানকে খুঁজে বার করুক, দাবি মহিলার।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে সরব ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসেসিয়েশন

আগরতলা, ১১ জুলাই: বিভিন্ন রাজ্যে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনগুলি যৌথ উদ্যোগে "স্মার্ট মিটার বাতিল করা, বিদ্যুতের বেসরকারীকর বন্ধ করা সহ ৭-দফা দাবিতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক স্মারকলিপি প্রদান করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন। এরই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্যেও আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসেসিয়েশন স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন।
সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসেসিয়েশন নেতৃত্ব জানান, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অর্থ লুট করার যন্ত্র প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বাতিল করার দাবিতে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যেও 'ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসেসিয়েশন' আন্দোলন সংগঠিত করছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার আদানী, টাটা, টেরেন্ট সহ বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর বোঝা চাপিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দিতেই এই স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। টিএসইসিএল রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অসচেতনতা বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ভয় দেখিয়ে, লাইন কেটে দেবার হুমকী দিয়ে, কোথাও চুপিসারে বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে জোড় করে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাহকদের তীব্র আন্দোলন ও বিরোধীতার ফলে স্মার্ট মিটোর লাগনো আপাতত: স্থগিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রাহক আন্দোলনের চাপে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করেছে। তাই এরাজ্যেও সরকার স্মার্ট মিটায় লাগনো বন্ধ করুক। এই দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে এসোসিয়েশন।
এদিন এসোসিয়েশনের নেতৃত্বরা আরো বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সাবডিভিশনে বিদ্যুৎ সরবরাহ, মেরামত সহ জরুরী পরিষেবা ট্রান্সফর্মারমেরামত, বিলিং সহ বিভিন্ন কাজ ইতিমধ্যেই বেসরকারী সংস্থার হাতে প্রদান করেছে। এইভাবেই "স্মার্ট মিটার চালু করে বিদ্যুৎ একটি পরিষেবা হিসাবে না রেখে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে বেসরকারী মালিকদের হাতে তুলে দেবার পরিকল্পনা চলছে।
তাদের অভিযোগ, টিএসইসিএল ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্য্যন্ত লাভজনক সংস্থা ছিল। পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য এই সংস্থা ২০১৯-২০২০ অর্ধবর্ষ থেকে অলাভজনক সংস্থায় পরিনত হয়েছে। স্থায়ী মিটার রিডার এবং স্থায়ী লাইনম্যানগণ অবসর গ্রহণের পর এই পদগুলিতে নূতন নিয়োগ না করে এইসব কাজ আউটসোর্সিং, এর মাধ্যমে করানো হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চল সহ মফংসল শহরে নিয়মিত মিটার রিডিং নিয়ে গ্রাহকদের বিল দেওয়া হচ্ছে না এবং তাতে বিল বকেয়া পড়ছে।
এছাড়াও স্মার্ট মিটার না লাগানোর জন্য একটি আবেদনপত্র এবং যেখানে জোর করে লাগানো হয়েছে তাদের স্মার্ট মিটার খুলে নেবার জন্য একটি আবেদনপত্র তৈরী করে গ্রাহকদের মধ্যে বিলি করার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার এসোসিয়েশন। সমস্ত গ্রাহকদের এই আবেদনপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ অফিসে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এসোসিয়েশন।

ত্রিপুরার স্কেটফরম প্রকল্পে সন্তোষ প্রকাশ করল জেআইসিএ ইন্ডিয়া

আগরতলা, ১১ জুলাই: জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জেআইসিএ) ইন্ডিয়া মিশন সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের তিন দিনের সরকারি সফর শেষ করেছে। এই সফরের মাধ্যমে তারা ত্রিপুরার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং স্কেটফরম প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। উচ্চ পর্য্যায়ের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ইশিকাওয়া সায়া, নিষ্ঠা ভেঙ্গুলরকর, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ অর্ণিমা শ্রীবাস্তব, প্রকল্প কর্মকর্তা (জ্বজ্জঙ্খঙ ইন্ডিয়া অফিস)
তারা ৮ই জুলাই থেকে ১১ই জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত ত্রিপুরায় অবস্থান করেন।
সফরের সময়, প্রতিনিধি দল গোমতী জেলা ও গোমতী ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি-তে প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তাঁরা বিভিন্ন কার্য্যক্রম পর্য্যালোচনা করেন, যার মধ্যে ছিল বৃক্ষরোপণ, চেক ড্যাম, আগর বনভিত্তিক মডেল, জীবিকাভিত্তিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ, যা বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য স্কেটফরম প্রকল্পের অধীনে গৃহীত হয়েছে।
এই সফরের একটি প্রধান ছিল জেআইসিএ মিশনের ত্রিপুরা নেচার ট্রেইলস অ্যান্ড রিসর্টস স্কেটফরম লিমিটেড কর্তৃক গড়ে তোলা ইকোট্যুরিজম সাইট পরিদর্শন, যা প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত একটি প্রধান প্রকল্প। এটি টেকসই পর্যটন বৃদ্ধির পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের জীবিকা সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে।
জেআইসিএ দলের সদস্যরা যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী -র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, যেখানে তারা বন ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততার ভূমিকা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন।
তাঁরা ত্রিপুরার বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন ও জীবিকা উন্নয়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। জেআইসিএ রাজ্য সরকারকে এই লক্ষ্যে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পূর্ণ আশ্বাস দেয়।
সফরের শেষে একটি ডিব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব (বন বিভাগ) ও মুখ্য বন সংরক্ষক আর. কে. সমালের সঙ্গে। সেখানে জেআইসিএ প্রতিনিধি দল রাজ্যের পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য উন্নয়ন ও টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় তাদের সাফল্যের প্রশংসা করেন।

সরকারি আধাসামরিক বাহিনী পিসিজেএসএস (সন্তু লারমা গোষ্ঠী) কর্তৃক ছয়জন নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিককে অপহরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি

আগরতলা, ১১ জুলাই : সরকারি আধাসামরিক বাহিনী পিসিজেএসএস (সন্তু লারমা গোষ্ঠী) কর্তৃক ছয়জন নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিককে অপহরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী যুব ফেডারেশন (সিএইচটিআইপিওয়াইএফ) বাংলাদেশ সরকারের আধাসামরিক বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) — সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাল। সংগঠনের দাবি, পিসিজেএসএস গত ১ জুলাই ছয়জন নিরীহ জনজাতি নাগরিককে অপহরণ করে। এ ঘটনায় বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জাতিসংঘ এবং কূটনৈতিক মহলের সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁরা। অপহৃতরা হলেন: ধনমুনি চাকমা (১৯), সুকেশ চাকমা (২২), লক্ষী শান্তি চাকমা (৩৫), ভাঙ্গা হাদা চাকমা (৩৫), শান বিকাশ চাকমা (৩৬) ও হুল্লায়া চাকমা (২২)। তাঁরা সকলেই রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গম রাঙ্গাপানি ছড়া গ্রামের বাসিন্দা।
শুক্রবার অপহৃতদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে পিসিজেএসএস ক্যাডাররা অপহরণের বিষয়টি স্বীকার করে এবং মুক্তিপণ হিসেবে ৬ লাখ টাকা (প্রায় ৫,৫০০ মার্কিন ডলার)দাবি করেছে বলে জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী যুব ফেডারেশন। সিএইচটিআইপিওয়াইএফ সভাপতি তাপস চাকমা বলেন, "পিসিজেএসএস একটি সরকারি স্বীকৃত আধাসামরিক বাহিনী, যাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের আওতায় আঞ্চলিক শাসন পরিচালনা করছে। বিগত ২৭ বছর ধরে সরকার পিসিজেএসএস নির্বাচন ছাড়াই ক্ষমতায় রেখে দেয়। এমনকি মিলিশিয়াদের অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশের সরকার। এই মিলিশিয়ারা জনজাতি জনগণের বিরুদ্ধে অপহরণ, চাঁদাবাজি এবং হত্যাকাণ্ডের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। বাংলাদেশ রোম সংবিধিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হওয়ায়, সন্তু লারমা তাঁর ক্যাডারদের এসব অপরাধের জন্য 'কমান্ড রেসপনসিবিলিটি'-এর আওতায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে দায়ী হতে পারেন' বলে দাবি সিএইচটিআইপিওয়াইএফ।
সন্তু লারমার পিসিজেএসএস সন্তু গ্রুপের বিরুদ্ধে শিশুসৈন্য নিয়োগ, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং নিরীহ জনজাতিদের ওপর দমন-পীড়নের অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। গত ২৭ বছরে পিসিজেএসএস-এর সশস্ত্র কার্য্যকলাপে এবং সরকারি সহায়তায় সংঘটিত সহিংসতায় ১,০০০-রও বেশি আদিবাসী নিহত হয়েছেন। সিএইচটিআইপিওয়াইএফ ছয়জন অপহৃত আদিবাসী নাগরিকের নিরাপদ মুক্তির দাবিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার, ঢাকায় নিযুক্ত কূটনৈতিক মিশন, এবং বাংলাদেশ সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

গুরু পূর্ণিমায় আত্মিক বন্ধনের উষ্ণ ছোঁয়া
প্রিয় শিক্ষকের হাত ধরে শৈশবে ফিরে গেলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ১১ জুলাই: গুরু পূর্ণিমা একটি এমন দিন, যেদিন শিষ্য মাথা নোয়ায় তাঁর গুরুর সামনে, কৃতজ্ঞতার নিঃশব্দ ভাষায়। সেই পবিত্র দিনেই মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আঙিনা সাক্ষী রইল এক অনন্য দৃশ্যের, যেখানে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ও কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ ফিরে গেলেন তাঁর শিকড়ে প্রিয় শিক্ষক নিতাই আচার্য্যের হাত ধরে, ফিরে গেলেন সেই শৈশবের পাঠশালায়।
এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্যে ভরা আবেগঘন মুহূর্তে, স্কুলের পরিচিত মাঠে পা রাখলেন মন্ত্রী, সঙ্গে প্রিয় শিক্ষক। একসাথে মঞ্চে বসে তাঁরা ভাগ করে নিলেন পুরনো দিনের স্মৃতি, আর গড়ে তুললেন এক নতুন প্রজন্মের সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের সেতুবন্ধন।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগতাড়িত বিদ্যুৎ মন্ত্রী বললেন গতকাল আমি স্যারের বাড়ি গিয়েছিলাম। স্যার আর স্যারের স্ত্রীকে প্রণাম জানিয়ে বললাম আপনি কি এখনও সেই স্কুলটা মনে রাখতে পারেন? চলুন, আবার একবার সেখানে ফিরে যাই। আজকের দিনে সেই স্কুলে আপনার সঙ্গে যেতে পারাটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার।
ছাত্রদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন শুধু 'প্রণাম' বলতাম না শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নিতাম। আজকের প্রজন্ম অনেক সৌভাগ্যবান, তারা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও ভালো শিক্ষার পরিবেশ পাচ্ছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে আমাদের জীবনে শিক্ষকদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা শুধুই শিক্ষক নন, প্রকৃত অর্থে জীবনের দিকনির্দেশক, মাতা-পিতার পরেই যাঁদের স্থান।
শিক্ষক নিতাই আচার্য্যের স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই ছিল তাঁর প্রথম কর্মস্থল। পরে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বোধজং স্কুল, শিশুবিহার স্কুল সহ রাজ্যের বহু নামী প্রতিষ্ঠানে।
মন্ত্রী বলেন স্যারকে আজ এখানে নিয়ে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা আমার জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্ত।
তিনি আরও বলেন আজ আমি যেটুকু হয়েছি, তার পেছনে আমার শিক্ষকদের অবদান অসীম। তারা আমাদের প্রকৃত গুরু, বাবা-মায়ের পাশাপাশি। তাই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর উচিত তাঁদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা রাখা।
অন্যদিকে, শিক্ষক নিতাই আচার্য্যও হারিয়ে গেলেন স্মৃতির সরণিতে। জানালেন, মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক এক সময় বাঁশের বেড়া আর টিনের ছাউনি ছিল আমাদের স্কুলে,আর আজ এই পাকা ভবন, উন্নত পরিকাঠামো দেখে মন ভরে উঠছে গর্বে।
গুরু ও শিষ্যের এই মিলন যেন শুধু এক ব্যক্তিগত আবেগ নয়বরং তা হয়ে উঠল এক অনন্য বার্তা, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় গুরু পূর্ণিমার প্রকৃত তাৎপর্য্যকৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার নির্ভেজাল উৎসব।

পুর নিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই:আগরতলা পুর নিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এলাকার কর্পোরেটর প্রদীপ চন্দ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। এক পের মা কে নাম এই কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে আগরতলা পৌর নিগমের উত্তর জোনাল এর পক্ষ থেকে ১৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়।

তেলিয়ামুড়ায় কবি সুকান্তের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ জুলাই: আজ তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে সুকান্ত কলোনী এলাকায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। এই আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, অন্যান্য কাউন্সিলারগণ, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উপ মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক অমিত রায় চৌধুরী, পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার মিঠন দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন একাধারে একজন প্রগতিশীল কবি এবং সমাজ সচেতনতার প্রতীক। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই সুকান্ত কলোনী এলাকায় এই আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। পুর পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ভবিষ্যতেও এ ধরণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

গাড়ি ভর্তি অবৈধ কাঠ উদ্ধার, পলাতক চালক

আগরতলা, ১১ জুলাই: মধ্যরাতে উদ্ধার করা হয়েছে গাড়ি ভর্তি অবৈধ কাঠ। ঘটনা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পানিসাগর রেল ক্রসিং এলাকায়। ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।
ঘটনার বিবরনে জানা যায়, প্রতিদিনকার মতো গতকালও পানিসাগরের জুরি রেঞ্জের বন দপ্তরের কর্মীরা রুটিন চেকিং করছিলেন।

পিডব্লিউডি অফিসের অর্ধভঙ্গ দেওয়ালের ফলে সমস্যায় পরিবার, বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

বক্সনগর, ১১ জুলাই: বক্সনগর পিডব্লিউডি অফিসের অর্ধভঙ্গ দেওয়ালের ফলে সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন এক পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দা। বার বার অভিযোগ জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বক্সনগর রতনদুলা এলাকার বাসিন্দা নেপালচন্দ্র দাস দীর্ঘ ৬২ বছর ধরে বক্সনগর পিডব্লিউডি অফিস সংলগ্ন নিজের পিতৃভূমিতে বসতবাড়ি করে বসবাস করে আসছেন। কিন্তু তার বাড়ির পূর্বদিকে পিডব্লিউডির একটি পাকা বাউন্ডারি দীর্ঘ বছর উপরে, ক্ষণভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ যেকোনো সময় এই ওয়াল ভেঙ্গে নেপাল চন্দ্র দাসের বসতঘর ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে। যার ফলে নেপাল দাস বক্সনগর পিডব্লিউডি অফিসে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও অফিস কোন কর্ণপাত করেনি, নিখিল দাস দীর্ঘ ১৫ বছরের উপরে প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে সব জায়গাতে নালিশ করেছিলেন। পিডব্লিউডি অফিসের বাউন্ডারি সংস্কার করে, অথবা মজবুত করে নতুন রূপে তৈরি করার জন্য আবেদন জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।
কিন্তু গত কয়েকদিন টানা বৃষ্টির ফলে বক্সনগর পিডব্লিউডি অফিসের বাউন্ডারি বিরাট একটা অংশ ভেঙ্গে নিখিল দাসের বাড়ির সীমানা গিয়ে অতিক্রম করে, অল্পের জন্য ভাঙ্গা বাউন্ডারি তার বসত ঘরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়নি। আর যদি সংঘর্ষ হতো তাহলে বসতঘরসহ বাড়ির সদস্যরা বিরাট অঘটনের সম্ভাবনা ছিল।
তাই বাধ্য হয়ে আজকে নেপাল চন্দ্র দাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনা তুলে ধরেন, এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে আবেদন করেন, এই সমস্যা সমাধান করার জন্য। পিডাব্লিউডি দপ্তরের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নেপাল চন্দ্র দাস।

নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (ই.আর.ও.) নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুলাই: আসন্ন ভোটার তালিকার সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তর ৬০টি নির্বাচন ক্ষেত্রের ৬০ জন নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (ই.আর.ও.) নিয়ে দু''দফায় কর্মশালার আয়োজন করেছে। গত ৫ জুলাই আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে প্রথম দফায় ৩০ জন ই.আর.ও.-দের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
দ্বিতীয় দফায় আজ বাকি ৩০ জন নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকদের (ই.আর.ও.) নিয়ে রাজ্য অতিথিশালায় একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান সম্পর্কে অবগত করা। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। রাজ্য থেকেও বিভিন্ন সময়ে ডি.ই.ও. এবং ই.আর.ও.-রা দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।
সম্প্রতি রাজ্যের ৬০ জন বি.এল.ও./ বি.এল.ও. সুপারভাইজার দিল্লিতে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের কর্মশালার উদ্দেশ্য হল নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে ই.আর.ও.-রা যেন পরবর্তী সময়ে বি.এল.ও. সহ নির্বাচনের কাজের সাথে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন। বিগতদিনের মত আগামীদিনেও যাতে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা যায় সেই প্রচেষ্টা নির্বাচন কমিশন চালিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মশালায় নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কানুন সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেওয়ার জন্য তিনি ই.আর.ও.-দের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ইউ. জে. মগ।

লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে পুলিশ আজ ভোরে বড় মাপের বার্মিজ সিগারেট পাচার রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে। চিনিবাগান নাকা পয়েন্ট থেকে আটক করা হয় মোট ৮৩ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট, যার বাজার মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। ভোররাতে ধর্মনগরের আনন্দবাজার নাকা পয়েন্ট পেরিয়ে একটি সাদা রঙের বলেরো গাড়ি - কৈলাসহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কৈলাসহর চিনিবাগান নাকা পয়েন্টে গাড়িটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট।গাড়িটিতে থাকা চালকসহ মোট পাঁচজন যুবককে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সিগারেটগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে কৈলাসহরের উত্তরাংশের বাবুরবাজার হয়ে বাংলাদেশে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। তবে পুলিশ এখনো এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas